معارف الإمام البخاري وصحيه

ইমাম বুখারী

ও

সহীহ আল-বুখারী

(১৯৪–২৫৬ হি.)

একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

Est. 1998
আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
ALLAMA SHAH ABDUL JABBAR FOUNDATION

আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

ইমাম বুখারী ও সহীহ আল-বুখারী: একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে
মুহাম্মদ আবদুল আযীয আল-আমান, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম–৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: জুন ২০১৫ খ্রি. = শা'বান ১৪৩৬ হি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ০৭, বিষয় ক্রমিক: ১১৯

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

শব্দবিন্যাস: মু. সগির আহমদ চৌধুরী

ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬, মেইল: mujahid_sach@yahoo.com

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেক্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য : ১০০ [একশত ষাট] টাকা মাত্র

***Imam Bukhari O Saheeh Al-Bukhari: Akti Parzalochona*:** By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 100 Tk

e-mail:abdulhai.nadvi@yahoo.com
saajctg@yahoo.com
www.saajbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

بلغ العلى بكماله

كشف الدجى بجماله

حسنت جميع خصاله

صلوا عليه وآله

عفه ١٤٣١

﴿ صَلَّى اللهُ وَعَلىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ﴾

সূচিপত্র

আমাদের কথা ০৭

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দৃষ্টিতে তাঁদের গ্রন্থ ০৯

ইমামুল হাদীস ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসামঈল আল-বুখারী (রহ.): জীবন ও কর্ম ১০

নাম ও বংশ ১০

শৈশবকাল ও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া ১২

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শৈশবকাল ও শিক্ষা-জীবন ১৩

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দেশ ভ্রমণ ১৫

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিক্ষকবৃন্দ ১৭

ইমাম বুখারীর ছাত্রবৃন্দ ২০

হাদীস সংগ্রহে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সতর্কতা ২০

কর্ম-জীবন ২১

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর স্মৃতিশক্তি ২২

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ইবাদত ও তাকওয়া ২৪

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাযহাব ২৫

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ২৭

ইমামদের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (রহ.) ২৭

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর রচনাবলি ২৯

ইন্তিকাল ৩২

ইন্তিকালের পর অলৌকিক ঘটনা ৩৩

বুখারী শরীফের পরিচিতি ও পর্যালোচনা ৩৪
সংকলন ৩৪
কিতাবের নামকরণ ৩৫
বুখারী শরীফ প্রণয়নের কারণ ৩৬
ইমাম বুখরী (রহ.)-এর শর্তাবলি ৩৬
বুখারী শরীফ সম্পর্কে ইমামুল হাদীসের অভিমত ৩৭
বুখারী শরীফ প্রণয়নের সতর্কতা ৩৯
বুখারী শরীফের হাদীস সংখ্যা ৪০
বুখারী শরীফের বৈশিষ্ট্য ৪১
বুখারী শরীফের শরহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ ৪৪
বুখারী শরীফের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থের বিবরণ ৫০
বুখারী শরীফের রাবীগণের জীবনী গ্রন্থ ৫২
বুখারী শরীফের ওপর আলোচনা ৫২

গ্রন্থপঞ্জি ৫৭

আমাদের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْأَمِيْنِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، تَسْلِيمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীস শরীফ সংকলনের সোনালি যুগ। এই যুগেই সিহাহ সিত্তা-বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের সংকলক হচ্ছেন হাজার যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামগণ। বংশগত তাঁরা সকলই ছিলেন আজমী (অনারব), যাদের সমকক্ষ ইমামুল হাদীস আজ পর্যন্ত আর কেউ হতে পারেনি। তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআস আস-সিজিস্তানী (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে শু'আইব আন-নাসায়ী (রহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ (রহ.)।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর তুলানামূলক আলোচনা আমাদের প্রকাশিত *হাদীস শরীফ পরিচিতি ও পরিক্রমা* গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তাই এখানে পুনঃউল্লেখ করা হলো না।

তাঁদের জীবন ও কর্মের ওপর আরবিসহ বিভিন্ন ভাষায় ব্যাপক গ্রন্থ ও তথ্য থাকলেও বাংলা ভাষায় এরূপ তথ্যবহুল গ্রন্থ দুর্লভ ও বিরল। তাই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও জ্ঞানপিপাসু সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের উপযোগী তাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে এই গ্রন্থটি রচনা করা হলো। এতে নির্ভুলভাবে তথ্য ও তত্ত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস শরীফ ও ইমামুল হাদীস নামে পর্যালোচনা গ্রন্থাকারে পৃথকভাবে স্বনামধন্য গাজী প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা

হয়েছে। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার চাহিদা ও সুবিধার্থে বিখ্যাত ছয় ইমামের জীবন, কর্ম ও তাঁদের সংকলিত গ্রন্থ নিয়ে ১–৬ পর্যন্ত পৃথকভাবে প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থটি পাঠে পাঠক উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। মহান আল্লাহ আমাদের শ্রম কবুল করুন এবং মহান সম্মানিত ইমামগণের ফয়েজ বরকত অর্জন এবং জ্ঞান ও আদর্শ ধারণ করার তওফীক দিন। আমীন।

১ জুন ২০১৫ **মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী**
চট্টগ্রাম

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দৃষ্টিতে তাঁদের গ্রন্থ

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর *আল-জামি'* সম্পর্কে বলেন,

مَا أَدْخَلْتُ فِي «الْـجَامِعِ» إِلَّا مَا صَحَّ، وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لِأَجْلِ الطَّوْلِ.

'আমি *আল-জামি'* গ্রন্থে কেবল সহীহ হাদীস সংযোজিত করেছি। আর আমি গ্রন্থের বৃহদায়তন হয়ে যাওয়ার আশংকায় অনেক সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি।'

ইমামুল হাদীস
ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসামঈল আল-বুখারী (রহ.)
জীবন ও কর্ম

হিজরী তৃতীয় শতকে যে সকল হাদীসবিদগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে হাদীস শাস্ত্র সর্বাপেক্ষা উন্নতি, অগ্রগতি, প্রসার লাভ করেছে তাদের মধ্যে ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীসের হাফিয, হাদীসে ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ, আবিদ, যাহিদ, ফকীহ, ইতিহাস ও সনদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তাঁর সংকলিত আল-জামি'উস সহীহ গ্রন্থটি হাদীসশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ। ইমাম বুখারী (রহ.) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে এ গ্রন্থে হাদীস সন্নিবেশন করেন। তিনি নিজেই বলেন, 'আমি এই *সহীহ* গ্রন্থে এক একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ওযূ ও গোসল করে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করতাম। আমি ওযু ছাড়া ও বিশুদ্ধ নয় একটি হাদীসও এতে লিপিবদ্ধ করিনি।' *আল-জামি'* গ্রন্থটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি হাদীস গ্রন্থ। এ গ্রন্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যুগে যুগে হাদীস বিশারদগণ এর অসংখ্য শহার বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করে আসছেন।

নাম ও বংশ

নাম: মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা ইবনুল বার্‌দিয্‌বাহ[১] আল-বুখারী[১] আল-জু'ফী।[২] উপনাম আবু আবদিল্লাহ। তাঁর

---

[১] আল-বার্‌দিয্‌বাহ (اَلْبَرْدِزْبَهْ) শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকলানীর মতে, بَرْدَزَبٌّ (বার্‌দায্‌বাহ); কারও কারও মতে بِرُّوَيْه (বায্‌রাওয়াইহ্)। ইমাম আবু নসর ইবনে মাকুলাহ বলেন, بَرْزَوَيْه (বার্‌যাওয়াইহ্); কারও কারও মতে, بَرْدِزْبَهْ (বারদিয্‌বাহ্)। ইমাম ইবনে খল্লিকানের মতে, يَزْدِبَهْ (ইয়ায্‌যিবাহ্); কারো করো মতে, يَزْدِزْبَهْ (ইয়ায্‌দিয্‌বাহ্)।

দেখুন: (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ৪১; (খ) ইবনে মাকূলা, *আল-ইকমাল ফী রফয়িল ইরতিয়াব আনিল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ ফিল আসমা*

পিতা ইসমাঈল ছিলেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন মুহাদ্দিস। তিনি ইমাম মালিক (রহ.)-এর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। আহমদ ইবনে আবু হাফস বলেন, আমি ইসমাঈলের ইন্তিকালের সময় তাঁর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি বলেন,

لَا أَعْلَمُ فِيْ جَمِيْعِ مَالِيْ دِرْهَمًا مِّنْ شُبْهَةٍ.

'আমার সমূদয় সম্পদে আমার জানা মতে একটি দিরহামও সন্দেহ জনক নেই।'[৩]

তিনি আব্বাসীয় খলীফা আল-আমীনের শাসনামলে ১৯৪ হিরজী[৪] সাল মোতাবেক ১৩ শাওয়াল জুমার নামাযের[১] পর শিক্ষা-সংস্কৃতির লীলাভূমি

ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব, খ. ১, পৃ. ২৫৮; (গ) ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ১, পৃ. ৩২৪; (ঘ) ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ১৪৩: اَلْبَزْدَوِرْبَهْ শব্দের অর্থ কৃষক। ইমাম আন-নববী (রহ.) বলেন, هُوَ بِالْبُخَارِيَّةِ، وَمَعْنَاهُ بِالْعَرَبِيَّةِ الزَّرَّاعُ (এটি বুখারার একটি পরিভাষা, আরবি ভাষায় এর অর্থ কৃষক।)

দেখুন: (ক) ইবনে মাকূলা, *আল-ইকমাল ফী রফয়িল ইরতিয়াব আনিল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ ফিল আসমা ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব*, খ. ১, পৃ. ২৫৮; (খ) আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ৬৭

[১] আল-বুখারী (اَلْبُخَارِيُّ) শব্দের ب অক্ষর পেশবিশিষ্ট خ অক্ষর যবর-বিশিষ্ট এবং শেষ অক্ষর ر যার পূর্বে الف। আর এ শহরেই ইমাম বুখারী (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁকে আল-বুখারী বলা হয়।

দেখুন: (ক) ইবনুল আসীর, *আল-লুবাব ফী তাহযীবিল আনসাব*, খ. ১, পৃ. ১০১।

ইমাম আস-সামআনী বলেন,

«اَلْبُخَارِيُّ»: بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى الْبَلَدِ الْمَعْرُوْفِ بِمَا وَرَاءِ النَّهْرِ، يُقَالُ لَهَا «بُخَارَا».

দেখুন: আস-সামআনী, *আল-আনসাব*, খ. ১, পৃ. ২৯৩

[২] আল-জু'ফী (اَلْجُعْفِيُّ) শব্দের ج অক্ষর পেশবিশিষ্ট ع অক্ষর সুকূন-বিশিষ্ট এবং শেষ অক্ষর ف। এর দ্বারা একটি গোত্রের দিকে নিসবত করা হয়েছে। যেখানে জু'ফী ইবনে সা'দ আল-আশীরাহ জন্মগ্রহণ করেন। আর ইমাম বুখারী (রহ.)-কে বলা হয় আল-জু'ফী। কথিত আছে যে, ইমাম বুখারীর দাদা মুগীরা মূর্তিপূজক ছিলেন। তিনি বুখারার তৎকালীন গভর্নর আল-ইয়ামান আল-জু'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এ কারণে তাঁকে আল জু'ফী বলা হয়। কারণ তখনকার দিনে যদি কোন ব্যক্তি ইয়ামান আল-জু'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করত তখন তিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়ে নিজ বংশের সাথে সম্পৃক্ত করে নিতেন।

দেখুন: (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী*, পৃ. ৬৬২; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৩৯২; (খ) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৭, পৃ. ৯৭

[৩] আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২১৩, ক্র. ৫০

[৪] (ক) আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৬, পৃ. ৮৮, ক্র. ৫০৫৯; (খ) ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ১৩৪, ক্র. ৬; (গ) আস-সানআনী, *সুবুলুল সালাম*, খ. ১, পৃ. ৫; (ঘ) মনসুর আলী নাসিফ, *আত-তাজুল জামি' লিল-উসূল ফী আহাদীসির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম*, খ. ১, পৃ. ১৫

বুখারায়[২] জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে ইবনে আসাকির (মৃত: ৫৭১ হি.) বলেন,

وُلِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ لِثَلَاثِ عَشَرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ شَوَّالَ مِنْ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَّتِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ.

'তিনি ১৯৪ হিজরী সালের শাওয়াল মাসের ১৩ তারিখ জুমার দিনে জুমার নামাযের পর জন্মগ্রহণ করেন।'[৩]

বুখারা শহরটি নদীর তীরে অবস্থিত। এ স্থানে অনেক প্রসিদ্ধ জ্ঞানী আলিম জন্মগ্রহণ করেছেন। এ শহরের পিছনে একটি ইতিহাসও রয়েছে।

এ সম্পর্কে ইয়াকূত আল-হামাওয়ী (মৃত্যু: ৬২৬ হিজরী) বলেন,

مِنْ أَعْظَمِ مُدْنِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ وَأَجَلُّهَا، يُعْبَرُ إِلَيْهَا مِنْ آمِلِ الشَّطِّ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْحُوْنَ يَوْمَانِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَبَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ سَمَرْقَنْدَ سَبْعَةُ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ فَرْسَخًا.

'এটি মা-ওয়ারাউন নাহারের শহরগুলোর মধ্যে একটি বৃহৎ শহর। এর এবং জায়হুনের মাঝে দু'দিনের দূরত্ব রয়েছে। আর এর এবং সামারকন্দের মাঝে ৮ দিনের সফরের অথবা ৩৭ ফরসাখের দূরত্ব রয়েছে (অর্থাৎ এক ফরসখ ১২০০০ গজ বা ৮ কি. মি. প্রায়)।'[৪]

শৈশবকাল ও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া

শৈশবেই ইমাম বুখারী (রহ.) পিতৃহারা হন। এরপরে তিনি স্বীয়

---

[১] (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ২, পৃ. ৬, হাদীস: ৩৭৪; (খ) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৭, পৃ. ৯৫, ক্র. ১৫৮৬; (গ) আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৬, পৃ. ৮৮, ক্র. ৫০৫৯; (ঘ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী*, পৃ. ৬৬২; (ঙ) ইবনে কসীর, *জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান*, ভূমিকা, পৃ. ৭৯

[২] বুখারা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি বিখ্যাত শহর। বর্তমানে এটি সদ্য স্বাধীন হওয়া উজবেকিস্তানের অন্তর্গত।

দেখুন: ড. হামিদ ইবনে নাসির আদ-দুখাইল, *মিন আ'লামিল হাযারাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ৪৬

[৩] ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ৫২, পৃ. ৫৫

[৪] ইয়াকূত আল-হামাওয়ী, *মু'জামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ৪২০

পূণ্যবর্তী মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন।[১] বুখারায় ইয়াতীম অবস্থায় তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।[২] শৈশবকালেই বসন্ত রোগে ইমাম বুখারী (রহ.) চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর মাতা ছিলেন অতিশয় আল্লাহভীরু। মায়ের দুআয় তিনি পুনরায় চোখের জ্যোতি লাভ করেন।

এ সম্পর্কে আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন,

وَأُمُّهُ كَانَتْ مُجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَكَانَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَهُوَ صَغِيْرٌ، فَرَأَتْ أُمُّهُ فِي الْـمَنَامِ إِبْرَاهِيْمَ الْـخَلِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَالَ: يَا هَذِهِ قَدْ رَدَّ اللهُ عَلَى ابْنِكَ بَصَرَهُ لِكَثْرَةِ دُعَائِكِ أَوْ بَكَائِكِ، فَأَصْبَحَ بَصِيْرًا.

'শৈশবে ইমাম বুখারী (রহ.) দৃষ্টিহীন হয়ে যান। তাঁর মাতা গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাযে ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দুআ করতেন। একরাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁকে বলছেন, ওহে! তোমার অধিক দুআ অথবা ক্রন্দনের কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমার ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে যান।'[৩]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শৈশবকাল ও শিক্ষা-জীবন

ইমাম বুখারী (রহ.) শিক্ষা শুরু করেন নিজ মায়ের নিকটে। এরপর বুখারার একটি শিক্ষালয়ে ভর্তি হন এ সময় তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বছর। তিনি বাল্যকাল থেকেই প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। মাত্র ছয় বছর বয়সেই কুরআনুল করীম মুখস্থ করেন। বাল্যকালে তিনি স্থানীয় বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৪] মকতবে প্রাথমিক শিক্ষার্জনের সময়েই তাঁর মনে হাদীস শিক্ষা লাভের প্রতি গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

---

[১] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী*, পৃ. ৬৬২; (খ) ইবনে কসীর, *জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান*, ভূমিকা, পৃ. ৭৯; (গ) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ২২, তিনি বলেন,

وَمَاتَ أَبُوْهُ وَهُوَ صَغِيْرٌ، فَنَشَأَ فِيْ حِجْرِ أُمِّهِ.

[২] আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, খ. ২, পৃ. ৫৫৫, ক্র. ৫৭৮ (৩০/৯: তা)

[৩] (ক) আল-কিরমানী, *আল-কাওয়াকিবুদ দারারী শরহুল বুখারী*, খ. ১, পৃ. ১১; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৩৯৩; (গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী*, পৃ. ৬৬২–৬৬৩

[৪] আল-কিরমানী, *আল-কাওয়াকিবুদ দারারী শরহুল বুখারী*, খ. ১, পৃ. ১১

এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেন,

أُلْهِمْتُ حِفْظَ الْحَدِيْثِ وَأَنَا فِي الْكِتَابِ، قُلْتُ: وَكَمْ أَتَى عَلَيْكَ إِذْ ذَاكَ؟ فَقَالَ: عَشَرَ سِنِيْنَ أَوْ أَقَلُّ.

'মকতবে প্রাথমিক লেখপাড়ার সময়ই হাদীস মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার মনে ইলহাম হয়। এ সময় তাঁর বয়স কত ছিল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, দশ বছর কিংবা তারও কম।'[১]

ষোল বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি বিভিন্ন শায়খের নিকট গমন করে তাঁদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। এ সময়ে তিনি ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং ইমাম ওয়াকী'র গ্রন্থদ্বয় মুখস্ত করেন।[২] তিনি বাল্যকালেই সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ করেছিলেন।[৩]

আল্লামা কারমানী (রহ.) বলেন,

وَرَحِلَ رَحْلَاتٍ وَاسِعَةٍ فِيْ طَلْبِ الْحَدِيْثِ إِلَىٰ أَمْصَارِ الْإِسْلَامِ، وَكَتَبَ عَنْ شُيُوْخٍ مُّتَوَافِرَاتٍ وَأَئِمَّةٍ مُتَكَاثِرَاتٍ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: كَتَبَ عَنْ أَلْفٍ وَثَمَانِيْنَ رَجُلًا لَيْسَ فِيْهِمْ إِلَّا صَاحِبُ حَدِيْثٍ.

---

[১] (ক) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৭, পৃ. ৯৬, ক্র. ১৫৮৬; (খ) ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ১৩৫, ক্র. ৬; (গ) ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২২০, ক্র. ৬৯; (ঘ) আল-কিরমানী, *আল-কাওয়াকিবুদ দারারী শরহুল বুখারী*, খ. ১, পৃ. ১১, তিনি বলেন,

وَأُلْهِمَ حِفْظُ الْحَدِيْثِ فِيْ صَغَرِهِ، وَهُوَ ابْنُ عَشَرَ سِنِيْنَ أَوْ أَقَلُّ.

দেখুন: ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী*, পৃ. ৬৬২–৬৬৩

হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন,

وَأَوَّلُ سَمَاعِهِ لِلْحَدِيْثِ سَنَةَ خَمْسٍ وَمَائَتَيْنِ.

দেখুন: আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, খ. ২, পৃ. ৫৫৫, ক্র. ৫৭৮ (৩০/৯: তা)

[২] (ক) আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২১৬, ক্র. ৫০; (খ) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৭, পৃ. ৯৬, ক্র. ১৫৮৬; (গ) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ২, পৃ. ৭; (ঘ) ইবনে কসীর, *জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান*, ভূমিকা, পৃ. ৭৯; তিনি বলেন

وقد بدأ البخاري دراسة الحديث في وقت مبكر، وقد قال عن مفسه: فلما طعنت في ستت عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء.

[৩] নবাব সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তাহ*, পৃ. ২৩৯

‘তিনি ইসলামী শহরগুলোতে হাদীস অন্বেষণে অধিকহারে সফর করেন। অনেক শায়খের নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন, শুধু এক হাজার আশি জন হাদীসবিদ থেকে তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।’[১]

এরপর তিনি হাদীসের জ্ঞান অন্বেষণে বহির্দেশে যাত্রা শুরু করেন। সিরিয়া ও মিসর ভ্রমণ করেন এবং জাযীরায় দু’বার ও মিসরে ৪বার যাতায়াত করেন। হিজাযে ৬ বছর অবস্থান করেন। তিনি হাদীস বিশারদগণের সাথে কূফা এবং বাগদাদে অগণিত বার গমনাগমন করেন।[২]

তাঁর বয়স আঠার বছরে উপনীত হওয়ার পূর্বেই লোকেরা তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন শুরু করেন। সহীহ ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও হাদীসের সনদ ও মতন কণ্ঠস্থের বিষয়ে কখনো বিতর্কে লিপ্ত হতেন না।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবু হাতিম (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন,

لَا أَعْلَمُ شَيْئًا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَّا وَهُوَ فِي الْكُتُبِ وَالسُّنَّةِ، فَقِيْلَ لَهُ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

‘প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের ইলমের অস্তিত্ব কিতাব ও সুন্নাহর মধ্যে রয়েছে। তখন কেউ জিজ্ঞেস করলেন, এ জ্ঞান অর্জন করা কি সম্ভব? তিনি তখন এর জবাবে বলেন, হ্যাঁ।’[৩]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দেশ ভ্রমণ

ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ২১০ হিজরী সালে দেশ ভ্রমণ আরম্ভ করেন। অনেক দেশ ও শহর পরিভ্রমণ করেছেন। এক-একটি শহরে উপনীত হয়ে সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করত অন্য শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন। এভাবে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের এমন কোন প্রদেশ ও উল্লেখযোগ্য এমন কোন শহর ছিল না যেখানে তিনি উপস্থিত হয়ে হাদীস সংগ্রহ করেননি।

আল্লামা খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) (মৃত ৪৬৩ হিজরী) বলেন,

---

[১] আল-কিরমানী, *আল-কাওয়াকিবুদ দারারী শরহুল বুখারী*, খ. ১, পৃ. ১১

[২] ইবনে কসীর, *জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান*, ভূমিকা, পৃ. ৭৯

[৩] মুহাম্মদ আবদুল আযীয আল-খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ = তারীখু ফুনূনিল হাদীস*, পৃ. ৩৮

رَحِلَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَىٰ سَائِرِ مُحَدِّثِيَ الْأَمْصَارِ.

'ইলমে হাদীসের সন্ধানে সকল শহরের প্রত্যেক মুহাদ্দিসের নিকট তিনি গমন করেছেন।'[১]

এ সম্পর্কে ইমাম ইবনুল জাওযী (মৃত ৫৭৯ হিজরী), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) ও ইমাম ইবনে কসীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন,

رَحِلَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَىٰ سَائِرِ مُحَدِّثِيَ الْأَمْصَارِ، وَكَتَبَ بِخُرَاسَانَ، وَالْـجِبَالِ، وَمُدْنِ الْعِرَاقِ كُلِّهَا، وَبِالْـحِجَازِ، وَالشَّامِ، وَمِصْرَ.

'ইলমে হাদীসের সন্ধানে সমগ্র শহরের সকল মুহাদ্দিসের নিকটই তিনি উপস্থিত হয়েছেন এবং হাদীস লিখার জন্য খুরাসান, জিবাল, 'ইরাকের সকল শহর, হিজায, শাম ও মিসরে গমন করেন।'[২]

তিনি সিরিয়া ও মিসর ভ্রমণ করেন এবং জাযীরায় দু'বার ও বসরায় চারবার যাতায়াত করেন। হিজাযে তিনি ক্রমাগত ছয় বছর অবস্থান করেন। কূফা ও বাগদাদে তিনি অসংখ্যবার গমন করে সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন।

এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেন,

دَخَلْتُ إِلَى الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْـجَزِيْرَةَ مَرَّتَيْنِ وَإِلَى الْبَصْرَةِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَأَقَمْتُ بِالْـحِجَازِ سِتَّةَ أَعْوَامٍ، وَلَا أُحْصَى كَمْ دَخَلْتُ إِلَى الْكُوْفَةِ وَبَغْدَادَ مَعَ الْـمُحَدِّثِيْنَ.

'আমি সিরিয়া, মিসর ও জাযীরায় দু'বার করে উপস্থিত হয়েছিল। বসরায় গিয়েছি চারবার। হিজাযে ক্রমাগত ছয় বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছি। আর কূফা ও বাগদাদে যে আমি কতবার মুহাদ্দিসগণের সাথে গমন করেছি, তা গণনা করতে পারব না।'[৩]

---

[১] আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ২, পৃ. ১২২, ক্র. ৪২৪

[২] (ক) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৭, পৃ. ৯৬৫, ক্র. ১৫৮৬; (খ) আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, খ. ২, পৃ. ৫৫৫, ক্র. ৫৭৮ (৩০/৯: তা); (গ) ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৪, পৃ. ১৮৯; (ঘ) ইয়াকূত আল-হামাওয়ী, *মু'জামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ৪২২

[৩] ইবনে কসীর, *জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান*, ভূমিকা, পৃ. ৭৯

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আরবের বাইরে হাদীস সংগ্রহ উপলক্ষে সফরের কারণ হচ্ছে মক্কা ও মদীনা ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র এবং মুসলমানগণের নিকট পবিত্র স্থান হলেও মহানবী (সা.)-এর সকল হাদীস এখানে পাওয়া যেত না। কেননা হাদীস ব্যক্তিবর্গ তথা হাদীসের রাবীগণের অনেকেই তখন বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সকল হাদীস সংগ্রহের জন্য ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বত্র সফর করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা ছিল না।[১]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম বুখারী (রহ.) বিভিন্ন শহরে পরিভ্রমণ করে যে সমস্ত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন তাঁদের সংখ্যা এক হাজারের অধিক। কারও মতে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল এক হাজার আশি জন।[২]

জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-কাত্তান (রহ.) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

كَتَبْتُ عَنْ أَلْفِ شَيْخٍ أَوْ أَكْثَرَ؛ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَشْرَةَ آلَافٍ وَأَكْثَرَ، مَا عِنْدِيْ حَدِيْثٌ إِلَّا أَذْكُرُ إِسْنَادَهُ.

'আমি এক হাজার অথবা এরও বেশি শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীস লিখেছি। তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে আমি দশ হাজার ও ততোধিক হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। আমার কাছে এমন কোন হাদীস নেই যার সনদ আমি উল্লেখ করতে পারি না।'[৩]

তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে যে সকল শিক্ষকের নিকট শিক্ষা অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন, বুখারায় মুহাম্মদ ইবনে সালামা আল-বিকান্দী, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-বিকান্দী, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-মুসনাদী, হারুন ইবনে আশআস।[৪]

---

[১] (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ২, পৃ. ৭; (খ) ওমর কাহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, খ. ৯, পৃ. ৫৩

[২] (ক) আল-কিরমানী, *আল-কাওয়াকিবুদ দারারী শরহুল বুখারী*, খ. ১, পৃ. ১১; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী*, পৃ. ৬৬৪

[৩] (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ৫২, পৃ. ৫৮; (খ) আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২২২, ক্র. ৫০

[৪] (ক) আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ৭১; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৩৯৪; (গ) আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২১৩, ক্র. ৫০

বলখে মক্কী ইবনে ইরবাহীম, ইয়াহইয়া ইবনে বিশর, মুহাম্মদ ইবনে আবান, হুসাইন ইবনে নাযযা, ইয়াহইয়া ইবনে মূসা, কুতায়বা ও অন্যান্যদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

মারভে আবদান ইবনে উসমান, আলী ইবনুল হাসান ইবনে শাকীক, সাদাকাহ ইবনে ফযল এবং একটি জামায়াত থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন।

নিশাপুরে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, বিশর ইবনুল হাকাম, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, মুহাম্মদ ইবনে রাফী, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যাহাবী।

রায়ে ইবরাহীম ইবনে মূসা। বাগদাদে ২১০ হিজরীর শেষ দিকে যখন আসেন, তখন মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনিততাব্বা, মুহাম্মদ ইবনে সাযেক, আফফান, সুরাইজ ইবনুন নু'মান ও আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।

বসরায় আবু আসিম আন-নাবীল, আল-আনসারী, আবদুর রহমান ইবনে হাম্মাদ আশ-শা'আসী, মুহাম্মদ ইবনে আর-আরাহ, হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল, বদল ইবনে আল-মহাব্বির, আবদুল্লাহ ইবনে রাজা প্রমুখ।

কূফায় উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা, আবু নু'আইম, আহমদ ইবনে ইয়াকূব, ইসমাঈল ইবনে আবান, খালিদ ইবনে মুখাল্লাদ, তালক ইবনে গানাম, খালিদ ইবনে ইয়াযীদ আল-মুকরীসের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন।

মক্কায় আবু আবদুর রহমান আল-মুকরী, খালাদ ইবনে ইয়াহইয়া হাসসান ইবনে হাসসান আল-বসরী, আবুল ওয়ালীদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আয-আযরকী, আল-হুমাইদী প্রমুখ।

মদীনায় আবদুল আযীয আল-উয়াইসী, আউব ইবনে সুলায়মান ইবনে বিলাল ইসমাঈল ইবনে আবূ উয়াইস, ইবরাহীম ইবনে আল-মনজর।

মিসরে উসমান ইবনে সালিহ, সাঈদ ইবনে আবূ মারয়াম আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ আহমদ ইবনে সালিহ আহমদ ইবনে শাবীব, আসবাগ ইবনে ফারয, সা'ঈদ ইবনে ঈসা, সাঈদ ইবনে কসীর, আহমদ ইবনে আশকার, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ প্রমুখ।

সিরিয়ায় আবুল ইয়ামান, আদাম ইবনে আবু আয়াস, আলী ইবনে আয়াশ, বিশর ইবনে শু'আইব, আবুল মুগীরা, আবদুল কুদ্দূস, আহমদ ইবনে খালিদ আল-ওয়াহহাবী, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-ফিরইয়াবী, আবু মাসহুর প্রমুখ।[১]

---

[১] (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৩৯৪–৩৯৫; (খ) আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ৭১–৭২; (গ) আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২১৩–২১৪, ক্র. ৫০

ওয়াসীতে হাসান ইবনে হাসান, হাসান ইবনে আবদুল্লাহ, সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান।

জাযীরায় আমদ ইবনে আবদুল মালেক আল-হাররানী, আহমদ ইবনে ইয়াযীদ, আমর ইবনে খাল্লাফ, আসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ আররাকী।[১]

এ ছাড়া দামাস্কের হিশাম ইবনে আমার, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, সুলায়মান ইবনে আবদুর রহমান, দুহাইম ইবনে ইবরাহীম মুহাম্মদ ইবনে ওহাব, ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল আলা ইবনে যাবর আদ-দিমাস্কিয়ীন, আসিম ইবনে আলী, আফফান ইবনে মুসলিম, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী, খালিদ ইবনে মাখলাদ আল-কাতাওয়ানী, সাবিত ইবনে মুহাম্মদ আল-কাত্তানী, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ, সাঈদ ইবনুল হাজাক ইবনে আবূ মারইয়াম ও অন্যান্যদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

আসকালানে আলী ইবনে হাফস এবং একটি জামায়াত থেকে শ্রবণ করেন।[২]

কায়সারিয়া ও হিমসসহ আরও বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে হাদীস শিক্ষা অর্জন করেন।[৩]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শিক্ষকবৃন্দ পাঁচটি স্তরে ভাগ করা যায়:

১. তাবি-তাবিঈন,

২. সেসব তাবি-তাবিঈন যাঁরা কোন নির্ভরযোগ্য তাবিঈর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি।

৩. এমন সকল শিক্ষক যাঁরা তাবি-তাবিঈনদের মধ্যে বড় বড় হাদীস বেত্তাদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণের সুযোগ পেয়েছেন।

৪. সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধব। ইমাম বুখারী (রহ.) যে সমস্ত সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

৫. সমসাময়িক শিষ্যবৃন্ধ। তিনি কোন কোন সময় তাঁর শিষ্যদের নিকট থেকেও হাদীস গ্রহণ করেছেন।[৪]

---

[১] আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ.৭২

[২] আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ৫২, পৃ. ৫০

[৩] আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২১৪, ক্র. ৫০

[৪] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী*, পৃ. ৬৬৪; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৩৯৫–৩৯৬

ইমাম বুখারীর ছাত্রবৃন্দ

ইমাম বুখারী (রহ.) খুব কম সময়েই ইলমে হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতি অল্প কালেই তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য হাদীস অন্বেষণকারী ব্যক্তি তাঁর নিকট আগামন করেন এবং হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন, সিহাহ সিত্তার সংকলকগণের মধ্যে ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, আহমদ ইবনে শু'আইব আন-নাসায়ী।

এ ছাড়া মুহাম্মদ ইবনে আবূ যুরআহ, মুহাম্মদ ইবনে আবূ হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা, মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান ইবনে ফারেস, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-ফিরবারী, মাহমূদ ইবনে আনবার ইবনে ইগনাম ইবনে হাবীব আন-নাসাফী, ইবরাহীম ইবনে ইসহাক আল-হারাবী, ইবরাহীম ইবনে মাকাল আন-নাসাফী, ইবরাহীম ইবনে মূসা আল-জাওযী, আহমদ ইবনে সাহল ইবনে মালেক, আহমদ ইবনে মহাম্মদ ইবনুল জালীল, ইসহাক ইবনে আহমদ ইবনে খালাফ আল-বুখারী, ইসহাক ইবনে আহমদ ইবনে যায়রাক আল-ফারেসী, জাফর ইবনে দাউদ, জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মূসা আন-নায়সাপূরী, জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-কাত্তান, হাশেদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, হাশেদ ইবনে আবদুল্লাহ, হাসান ইবনুল হুসাইন আল-কাযাযী আল-বুখারী, হুসাইন ইবনে ইসমাঈল আল-মাহামিলী, হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাতিম উবায়দ আল-ইজলী, সুলাইম ইবনে মুজাহিদ ইবনে ইআইশ আল-কিরমানী, সালিহ ইবনে মুহাম্মদ আল-আসাদী, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আবদুস-সালাম আল-খাফাফ আন-নায়সাপূরী, আবদুল্লাহ ইবনে আবু দাউদ, ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ আল-বাগদাদী, ইউসুফ ইবনে রায়হান, ইউসুফ ইবনে মূসা প্রমুখ।[১]

হাদীস সংগ্রহে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সতর্কতা

ইমাম বুখারী (রহ.) নির্বাচন বা হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যাধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর নির্ধারিত নীতিমালা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদীর অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হলেই কেবল তাঁর বর্ণিত হাদীসকে তিনি গ্রহণ করতেন।[২]

---

[১] আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৪, পৃ. ১৮৯

[২] ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৪, পৃ. ১৮৯

একদিন তিনি জনৈক মুহাদ্দিসের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের সন্ধান পান। অনেক দূরের ও কষ্টের রাস্তা অতিক্রম করে সেই মুহাদ্দীসের নিকট পৌঁছেন। পৌঁছে দেখেন মুহাদ্দিস ব্যক্তিটির হাত হতে তার ঘোড়াটি ছুটে যাওয়ায় সে তার চাদরকে এমন কৌশলে ধরে ওই ঘোড়াকে ডাকতে থাকেন যাতে ঘোড়াটি ওই চাদরে খাবার আছে বুঝতে পারে। সত্যই ঘোড়া চাদরে খাবার আছে ভেবে লোকটির নিকট এলে সে ঘোড়াকে ধরে ফেলে। এ কর্ম দেখে ইমাম বুখারী (রহ.) তার নিকট হতে হাদীস গ্রহণ না করেই প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন, আমি এমন লোকের হাদীস গ্রহণ করি না যে, চতুস্পদ জন্তুকে পর্যন্ত ধোঁকা দিতে পারে।[১]

অবশেষে তিনি আব্বাসীয় আমলের রাজধানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি বাগদাদ নগরীতে গমন করেন। এ পর্যায়ে তিনি বাগদাদের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন।[২] এককথায় গোটা ইসলামী বিশ্বের এমন কোন শহর ছিল না যেখানে তিনি হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গমন করেননি।

কর্ম-জীবন

ইমাম বুখারী (রহ.) ১৭ বছর বয়সে শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি যখন শিক্ষাদান আরম্ভ করেন তখন তাঁর মুখে দাড়িই উঠেনি।[৩]

আল্লামা হাশিদ ইবনে ইসমাঈল বলেন,

كَانَ أَهْلُ الْـمَعْرِفَةِ بِالْبَصْرَةِ يَعْدُوْنَ خَلْفَ الْبُخَارِيِّ فِيْ طَلَبِ الْـحَدِيْثِ، وَهُوَ شَابٌّ حَتَّىٰ يَغْلِبُوْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَيُجْلِسُوْهُ فِيْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ، فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أُلُوْفٌ أَكْثَرُهُمْ مِمَّنْ يَكْتُبُ عَنْهُ، قَالَا: وَكَانَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ شَابًّا لَـمْ يَخْرُجْ وَجْهُهُ.

‘বসরায় জ্ঞানীগণ হাদীস অন্বেষণ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পিছনে দৌড়ে বেড়াত। তিনি ছিলেন একজন যুবক। তারা তাঁকে বাধ্য করত এবং রাস্তায় বসিয়ে তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করত। হাজার হাজার লোক তাঁর নিটক সমবেত হত। তাদের অধিকাংশই তাঁর

---

[১] মুহাম্মদ হানীফ গঙ্গুহী, *যফরুল মুহাস্সিলীন বি-আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, পৃ. ১০৪

[২] ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৪, পৃ. ১৮৯

[৩] আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ৭০

নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করত। এ অবস্থায় আবু আবদুল্লাহ (রহ.) ছিলেন যুব বয়সের এবং তখনও তাঁর দাড়ি উঠেনি।'[১]

ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত হয়ে অতি অল্প দিনের মধ্যেই সুখ্যাতি অর্জন করেন। রিজাল শাস্ত্রবিদ, ইতিহাস ও হাদীসের ইমামগণ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর তাকরারসমূহ (অধ্যাপয়ন) লিপিবদ্ধ করতেন। এমনকি তাঁর শিক্ষকগণ পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা অর্জন করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁরা তাঁদের শিক্ষার্থীকেও তাঁর নিটক থেকে হাদীস শিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন।[২]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর স্মৃতিশক্তি

ইমাম বুখারী (রহ.) বাল্যকাল থেকেই প্রখর স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী ছিলেন। ছয় বছর বয়সেই তিনি আল-কুরআনুল-কারীম মুখস্থ করেন। তিনি যে গ্রন্থ একবার পড়তেন সে গ্রন্থই তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। তাঁর অসাধারণ ও বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন যে,

أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ، وَأَحْفَظُ مِائَتَيْ أَلْفَ حَدِيْثٍ غَيْرِ صَحِيْحٍ.

'আমার একলক্ষ সহীহ হাদীস এবং দু'লক্ষ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্থ আছে।'[৩]

বিভিন্ন শহরের মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে তাঁর এ স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সকলেই স্বীকার করেছেন যে, হাদীস শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই।

এগার বছর বয়সে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বিস্ময়কর প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। এ সময় বুখারা নগরীতে তৎকালীন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা দাখিলী হাদীস শিক্ষাদানে রত ছিলেন। তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে ইমাম বুখারী তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে গমন করেন। একদা ইমাম দাখিলী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি হাদীসের সূত্র (সনদ)

---

[১] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৪৩৭

[২] আয-যুবাইদী, *আত-তাজরীদুস সরীহ লি-আহাদীসিল জামি' আস-সহীহ*, পৃ. ৯৭

[৩] (ক) ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ৫২, পৃ. ৬৪; (খ) ইবনে আবু ইয়া'লা, *তাবাকাতুল হানাবালা*, খ. ১, পৃ. ২৫৬; (গ) আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২১৮, ক্র. ৫০

বর্ণনা করেন এভাবে, سُفْيَان، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ তখন ইমাম বুখারী বলে উঠলেন, إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ لَمْ يَرْوِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ (আবুয যুবাইর ইবরাহীমের নিকট থেকে কোন হাদীস আদৌ বর্ণনা করেননি)। ইমাম দাখিলী এই এগার বছর বয়সের বালকের কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভুত হলেন এবং তাকে ধমকালেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তখন বিনীতভাবে বললেন, মূল পাণ্ডুলিপি আপনার কাছে রক্ষিত থাকলে আপনি একবার দেখে নিন। ইমাম দাখিলী বালকের এই সনির্বন্ধ অনুরোধে মূল কপি দেখে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং তাকে ডেকে সনদটি শুদ্ধ করে বলতে বললেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বললেন, সঠিক সূত্রটি হচ্ছে, هُوَ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِّيْ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ এরূপ। ইমাম দাখিলী বালক বুখারী (রহ.)-এর কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং স্বীয় পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে নিলেন।[১]

এ বর্ণনাটি খতীব আল-বাগদাদী (মৃত ৪৬৩ হিজরী), ইবনে আসাকির (মৃত ৫৭১ হিজরী) ও ইবনুল জাওযী (মৃত ৫৯৭ হিজরী) তাঁদের গ্রন্থে এভাবে লিপিবদ্ধ করেন, 'মুহাম্মদ ইবনে আবূ হাতিম আল-ওয়াররাক নাহবী একদা ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করেন, হাদীস অন্বেষণের কাজ আপনার জীবনে কিভাবে আরম্ভ হয়? তিনি বললেন আমি যখন মকতবে অধ্যয়ণরত তখনই আমার অন্তরে হাদীস অন্বেষণের ইলহাম হয়। তিনি বললেন, সে সময়ে আপনার বয়স কত ছিল? তিনি বলরেন, দশ বছর বা তার চেয়ে কম। দশ বছর বয়সের পর আমি মকতব থেকে বের হয়ে ইমাম দাখিলী এবং অন্যান্যদের নিকট গমনাগমন শুরু করি। একদিন ইমাম দাখিলী লোকদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সুফয়ান আবু যুবায়র থেকে এবং তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। তখন আমি তাকে বললাম, হে আবু ফুলান, আবুয যুবায়র ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেননি। তখন তিনি আমাকে ধমক দিলেন। আমি তখন তাকে বললাম, আপনি মূল পাণ্ডুলিপি দেখুন যদি তা আপনার নিকট থাকে। তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করেন এবং তা দেখে বের হয়ে আসেন এবং আমাকে বলেন, হে বালক! সনদটি কিরূপ হবে? আমি বললাম, যুবায়র ইবনে আদী আবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। তখন তিনি আমার থেকে কলম নিলেন এবং তার পাণ্ডুলিপি শুধরিয়ে নিলেন এবং বললেন, তুমি সঠিক বলেছ। তখন তাকে তার কোন সাথী জিজ্ঞেস করলেন,

---

[১] (ক) আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৬, পৃ. ৮৭, ক্র. ৫০৫৯; (খ) আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২১৬, ক্র. ৫০

যখন আপনি তার বর্ণনাটির সাথে দ্বিমত পোষন করলেন, তখন আপনি কত বছর বয়সের ছিলেন? তিনি বললেন, এগার বছর।'[১]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর স্মরণশক্তি সম্পর্কে আরও একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি হলো এই: ইমাম বুখারী (রহ.) একবার সমরকন্দে উপস্থিত হলেন। তখন সেখানে প্রায় চারশত মুহাদ্দিস সমবেত হন। তাঁরা ইমাম বুখারী (রহ.)-কে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। এতুদ্দেশ্যে কতগুলো হাদীসের মতন (মূল বাক্য) সনদ (বর্ণনাকারী) হতে বিচ্ছিন্ন করে অপর হাদীসের সনদের সাথে জুড়ে দিলেন এবং সনদগুলো পরিবর্তন করে দিলেন। অতঃপর ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট তা উপস্থাপন করত তার সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) সমস্ত হাদীস শুনে তা হুবহু পাঠ করে মূল সনদ উল্লেখ করলেন। সমবেত মুহাদ্দিসগণ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জবাব শুনে বিস্মিত হলেন।[২]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ইবাদত ও তাকওয়া

ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন স্বল্পভোজী, শিষ্যভোজী, শিষ্যগণের প্রতি অধিক ইহসানকারী এবং অত্যন্ত পরহেযগার ব্যক্তি। তিনি দিবা-নিশিতে অধিকহারে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। তিনি প্রতি রাত্রে ১৩ রাকাআত নামায আদায় করতেন। তিনি রমযান মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে একবার কুরআন খতম করতেন। তিনি অনেক সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তিনি তা রাত্রে-দিনে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে দান করতেন।[৩]

ইমাম ইবনে কসীর (রহ.) (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন,

كَانَ كَثِيْرَ الْإِحْسَانِ، قَلِيْلَ الْأَكْلِ جِدًّا، مُفْرِطَ الْكَرْمِ، كَثِيْرَ الصَّلَاةِ وَالْعِبَادَةِ.
وَكَانَ يَخْتُمُ الْقُرْآنَ كُلَّ ثَلَاثٍ، وَقَامَ مَرَّةً يُصَلِّيْ، فَلَعَسْهُ زَنْبُوْرٌ وَرَّمَهُ فِيْ سَبْعَةِ عَشَرَ مَوْضَعًا وَلَـمْ يَقْطَعْ صَلَاتُهُ.

---

[১] (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ২, পৃ. ৬–৭, হাদীস: ৩৭৪; (খ) ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ৫২, পৃ. ৫৭; (গ) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৭, পৃ. ৯৬, ক্র. ১৫৮৬

[২] (ক) ড. হামিদ ইবন নাসির আদ-দুখাইল, *মিন আ'লামিল হাযারাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ৪৬–৪৮; (খ) মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবু যাহূ, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ৩৫৪; (গ) নবাব সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তাহ*, পৃ. ২৪০; এরূপ একটি ঘটনা বাগদাদেও সংঘটিত হয়েছিল।

[৩] (ক) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ৩০; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৪৩৯

'ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন, অধিক ইহসানকারী, অতি অল্পভোজী, অধিক বদান্য, অধিক নামায আদায়কারী ও ইবাদত গুজার। তিনি প্রতি তৃতীয় দিবসে আল-কুরআন খতম করতেন। একবার তিনি নামাযরত ছিলেন, এ অবস্থায় একটি বোলতা তাকে দংশন করে এবং ১৭টি স্থানে তাকে দংশন করে, কিন্তু এরপরও তিনি নামায ভেঙে ফেলেননি।'[১]

তিনি ষোল বছর বয়সে মা ও ভাইয়ের সাথে হজ্জ সমাপন করেন।[২] তিনি কোন দিন কারও গীবত করেননি।[৩]

এ সম্পর্কে আল্লামা আবু আমর আহমদ ইবনে নাসর আল-খাফফাস বলেন,

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيُّ التَّقِيُّ، النَّقِيُّ، الْعَالِمُ الَّذِيْ لَـمْ أَرَ مِثْلَهُ.

'মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী আল্লাহভীরু এবং পুত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। তাঁর সমতুল্য আমি আর কাউকে দেখিনি।'[৪]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাযহাব

ইমাম বুখারী (রহ.) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এ সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। ইমাম তাজউদ্দীন আস-সুবকীর মতে ইমাম বুখারী (রহ.) শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[৫] নবাব সিদ্দীক হাসান খান আল-কুনূজীও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৬] ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.)-এর মতে,

أَنَّهُ كَانَ مُتَحَيِّزًا إِلَى الْـمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِيْ تَخْرِيْجِ الْـمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ.

---

[১] ইবনে কসীর, *জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান*, ভূমিকা, পৃ. ৮১

[২] (ক) আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২১৬, ক্র. ৫০; (খ) আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, খ. ২, পৃ. ৫৫৫, ক্র. ৫৭৮ (৩০/৯: তা)

ইমাম ইবনে কসীর, বলেন,

ثُمَّ حَجَّ مَعَ أُمِّهِ وَأَخِيْهِ أَحْمَدَ، وَكَانَ أَسَنَّ مِنْهُ.

দেখুন: ইবনে কসীর, *জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান*, ভূমিকা, পৃ. ৭৯

[৩] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৪৪১

[৪] আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ৬৯

[৫] আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, খ. ২, পৃ. ১৬–২০

[৬] নবাব সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তাহ*, পৃ. ২৪২

‘ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অধিকাংশ ফিকহী আলোচনা ইমাম শাফিয়ীর মাযহাব সমর্থন করে।’

ইমাম ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহ.) বলেন,

أَنَّهُ كَانَ حَنْبَلِيًّا.

‘ইমাম বুখারী (রহ.) হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।’[১]

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আবু ইয়ালাও ইমাম বুখারীকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লামা শায়খ তাহির আল-জাযায়িরী বলেন,

أَنَّهُ كَانَ مُجْتَهِدًا، فَلَا يَقُوْلُ مَذْهَبًا.

‘তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ। তিনি কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না।’

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরী (রহ.) বলেন,

وَاعْلَمْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ مُجْتَهِدٌ لَا رَيْبَ فِيْهِ، وَمَا اشْتَهَرَ أَنَّهُ شَافِعِيٌّ، فَلَمُوْافِقَتِهِ إِيَّاهُ فِيْ الْـمَسَائِلِ الْـمَشْهُوْرَةِ وَإِلَّا فَمُوَافِقَتُهُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لَيْسَ أَقَلَّ مِمَّا وَافَقَ فِيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَكَوْنُهُ مِنْ تَلَامِذِهِ الْـحُمَيْدِيِّ لَا يَنْفَعُ، لِأَنَّهُ مِنْ تَلَامِذِهِ إِسْحَاقَ ابْنِ رَاهْوَيْهِ أَيْضًا، وَهُوَ حَنَفِيٌّ، فَعَدُّهُ شَافِعِيًّا بِاعْتِبَارِ الطَّبَقَةِ لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ عُدِّهِ حَنَفِيًّا.

‘জেনে রেখ, বুখারী (রহ.) একজন মুজতাহিদ এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। আর তার সম্পর্কে যেটা প্রসিদ্ধ যে, তিনি শাফিয়ী মতাবলম্বী তা শুধু এ কারণে যে, প্রসিদ্ধ মাসআলাগুলোতে তিনি ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন। নচেৎ তিনি ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর সাথে যে পরিমাণ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সাথে ঐকমত্য পোষণকারী বিষয় তার চেয়ে কোন ক্রমেই কম নয়। হুমায়দী (একজন শাফিয়ী আলিম) (রহ.)-এর শিষ্য হওয়াতেও কোন ফায়দা নেই, কেননা তিনি ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ (বিশিষ্ট হানাফী

[১] ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, ***ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন আন-রব্বিল আলামীন***, খ. ১, পৃ. ২২৬

আলিম)-এরও শিষ্য ছিলেন বলে শাফিয়ী গণ্য করা তাঁকে হানাফী হিসেবে গণ্য করার চেয়ে উত্তম নয়।'[১]

উত্তম চরিত্রের অধিকারী

ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন অত্যন্ত উদার, মানবদরদী ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী। তাঁর পিতার অগাধ সম্পদ ছিল। শৈশবে পিতা ইন্তিকাল করার কারণে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিরাট ধন-সম্পদ গরীব-দুঃখী ও হাদীস শিক্ষার্থীদের মাঝে বিলিয়ে দেন। তিনি খুবই নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনও কারও প্রতি রাগান্বিত হতেন না।

ইমামদের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (রহ.)

ইমাম বুখারী (রহ.) সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমতসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. ইমাম আবদুল্লাহ আদ-দারিমী (রহ.) বলেন,

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيُّ أَفْقَهُنَا وَأَعْلَمُنَا وَأَغْوَصُنَا وَأَكْثَرُنَا طَلَبًا.

'মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী আমাদের চেয়ে অধিক ফিকহী জ্ঞানের অধিকারী, আমাদের থেকে অনেক বেশি জ্ঞানী, হাদীস সংগ্রহে আমাদের চেয়ে অধিক মনোযোগী।'[২]

২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর বলেন,

مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ.

'মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের মতো আমি কাউকে দেখিনি।'[৩]

৩. ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.) (মৃত ২৭৯ হিজরী) বলেন,

لَمْ أَرَ بِالْعِرَاقِ وَلَا بِخُرَاسَانَ فِيْ مَعْنَى الْعِلَلِ وَالتَّارِيْخِ وَمَعْرِفَةِ الْأَسَانِيْدِ أَعْلَمَ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ.

'আমি ইরাকে ও খুরাসানে ইলাল (হাদীসের ত্রুটি), ইতিহাস ও

---

[১] আল-কাশ্মীরী, *ফয়যুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ১, পৃ. ৫৮

[২] ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ২২

[৩] (ক) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ১২, পৃ. ১১৬, ক্র. ১৫৮৬; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ৪১

সনদ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের চেয়ে অধিক জ্ঞাত কাউকে দেখিনি।'[১]

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) (মৃত ২৪১ হিজরী) বলেন,

مَا أَخْرَجَتْ خُرَاسَانُ مِثْلَ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ.

'খুরাসান মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের মতো কাউকে জন্ম দেয়নি।'[২]

৫. ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,

وَكَانَ رَأْسًا فِي الذَّكَاءِ، رَأْسًا فِي الْعِلْمِ، ورَأْسًا فِي الْوَرَعِ وَالْعِبَادَةِ.

'মেধা ও জ্ঞানে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাকওয়া ও ইবাদতে তিনি ছিলেন সবার শীর্ষে।'[৩]

৬. ইমাম কুতাইবা ইবনে সাঈদ বলেন,

جَالَسْتُ الْفُقَهَاءَ وَالزُّهَادَ، وَالْعُبَّادَ مَا رَأَيْتُ مُنْذُ عَقِلْتُ مِثْلَ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ، وَهُوَ فِيْ زَمَانِهِ كَعُمَرَ فِي الصَّحَابَةِ.

'আমি আবিদ, যাহিদ ও ফকীহগণের সাথে অনেক উঠাবসা করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের মতো আর কাউকে দেখিনি।'[৪]

৭. ইমাম মুহাম্ম ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা বলেন,

مَا رَأَيْتُ تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ أَعْلَمَ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَحْفَظَ لَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيِّ.

'আকাশের নীচে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসের বড় জ্ঞানী এবং বড় হাফিযুল হাদীস মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী

---

[১] (ক) আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ৭০; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৪৩২

[২] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৯, পৃ. ৪১–৪২; (খ) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ২২; (গ) ইবনে কসীর, *জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪৩; (ঘ) আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২২৩, ক্র. ৫০

[৩] আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, খ. ২, পৃ. ৫৫৫, ক্র. ৫৭৮ (৩০/৯: তা)

[৪] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৪৩১

অপেক্ষা আমি আর কাউকে দেখিনি।'[১]

৮. ইমাম মুসলিম (মৃত ২৬১ হিজরী) বলেন,

دَعْنِيْ أُقَبِّلَ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الْأُسْتَاذِيْنَ، وَسَيِّدَ الْـمُحَدِّثِيْنَ، وَطَبِيْبَ الْـحَدِيْثِ فِي عِلَلِهِ.

'আমাকে আপনার পদদ্বয় চুম্বন করার অনুমতি প্রদান করুন হে সকল শিক্ষকের শিক্ষক, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হাদীসের রোগের চিকিৎসক।'[২]

৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে বাশশার বলেন,

حُفَاظُ الدُّنْيَا أَرْبَعَةٌ: أَبُوْ زُرْعَةَ بِالرَّيِّ، وَالدَّارِمِيُّ بِسَمَرْقَنْدَ، وَمُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بِبُخَارَى، وَمُسْلِمٌ بِنَيْسَابُوْرَ.

'পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হাফিয চারজন; রায়-এ আবু যুরআ, সমরকন্দে দারিমী, বুখারায় মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল এবং নিশাপুরে মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ।'[৩]

১০. ইমাম ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম আদ-দাওরাকী বলেন,

مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ فَقِيْهُ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

'মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ছিলেন এই উম্মতের একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ।'[৪]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর রচনাবলি

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সমকলীন ব্যক্তিগণের ঈর্ষায় পতিত হয়েছিলেন। তারা তাঁর বিপক্ষে বহু ফিতনা-ফাসাদের উদ্ভব ঘটায়। *আল-*

---

[১] (ক) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ২২; (খ) আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ৭০

[২] (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৪৩২; (খ) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ২২; (গ) আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ৭০

[৩] (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৪২৩; (খ) আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, খ. ২, পৃ. ৫৮৯, ক্র. ৫৭৮ (৩০/৯: তা); (গ) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ২, পৃ. ১৬; (ঘ) আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ৬৮

[৪] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ৪৪

জামি' ছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.)-এর প্রণীত আরও বহু গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ:

১. **কাযায়াস সাহাবা ওয়াত তাবিঈন (قَضَايَا الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ):**

ইমাম বুখারী (রহ.) ১৮ বছর বয়সে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থটি সমাপ্ত করে তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলিমগণকে চমক লাগিয়ে দেন। এ গ্রন্থটিই তিনি প্রথম রচনা করেন।

২. **আত-তারীখুল কবীর (اَلتَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ):**

এটি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর একটি উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থটি মদীনায় মসজিদে নববীতে মহানবী (সা.)-এর রওযা মুবারকের পাশে বসে চাঁদের আলোতে লিপিবদ্ধ করেন। এ গ্রন্থে তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) হতে তাঁর যুগ পর্যন্ত হাদীসের চল্লিশ হাজার রাবীর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর এ গ্রন্থ-প্রণয়ন সম্পর্কে নিজেই বলেন,

لَمَّا طَعَنْتُ فِيْ ثَمَانِ عَشْرَةَ، جَعَلْتُ أُصَنِّفُ قَضَايَا الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ، ثُمَّ صَنَّفْتُ «التَّارِيْخَ» عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اللَّيَالِي الْمُقْمِرَةِ.

'যখন আমি আঠারো বছর বয়সে উপনীত হই, তখন সাহাবী ও তাবিঈনগণের বিচার-ফয়সালা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করি। অতঃপর আমি মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওযার নিকটে বসে *আত-তারীখুল কবীর* গ্রন্থ রচনা করি। আর আমি চন্দ্রদীপ্ত রাত্রিতে এই লিখনীর কাজ করতাম।'[১]

ইলম ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য। ইমাম বুখারীর ওস্তাদ ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াহ এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করে এ গ্রন্থটিকে 'যাদু' নামে আখ্যায়িত করেন। বুখারার শাসক খালেদ ইবনে আহমদ যুহলীও এ গ্রন্থের পাঠ ইমাম বুখারীর মুখে শুনার জন্য জোর আবেদন জানিয়েছিলেন।

৩. **আত-তারীখুল আওসাত (اَلتَّارِيْخُ الْأَوْسَطُ):**

এটি মধ্যম আকারের একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ।[২]

---

[১] আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, খ. ২, পৃ. ৫৫৫, ক্র. ৫৭৮ (৩০/৯: তা)

[২] ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৫৭

৪. **আত-তারীখুস সাগীর (اَلتَّارِيْخُ الصَّغِيْرُ):**

এটি রিজালুল-হাদীস সম্পর্কি একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এতে ক্রমিকভাবে রাবীগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটি আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আল-আশকার বর্ণিত সুনানের আলোকে বিন্যস্ত একটি ছোট গ্রন্থ।

৫. **আল-আবাদুল মুফরাদ (اَلْأَدَبُ الْـمُفْرَدُ):**

এটি হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনাদর্শ ও নিষ্কলূষ আচার-ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে ৬৪৪টি অধ্যায় রয়েছে। হাদীস সংখ্যা ১৩২২টি। এ গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বিভিন্ন ভাষাতে এর অনুবাদ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

৬. **খালকু আফ'আলিল ইবাদ ওয়ার রাদ্দু আলাল জাহমিয়া ওয়া আসহাবিত তা'তীল (خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَالرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَأَصْحَابِ التَّعْطِيْلِ):**

ইমাম বুখারী ও ইমাম যুহলীর মাঝে খালকুল কুরআন বিষয়ে যে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে খালকে কুরআনের সৃষ্ট সমাধান প্রদান করা হয়েছে। সাহাবী ও তাাবিঈগণের অনুসৃত রীতি হিসেবে বাতিল ফিরকাসমূহের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে।

৭. **আল-কিরাআতু খালফাল ইমাম (اَلْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ):**

এতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীরা সূরা আল-ফাতিহা পড়নের স্বপক্ষে দলীলসহ আলোচনা করা হয়েছে।

৮. **কুর্‌রাতুল আয়নাইন বি-রফয়িল ইয়াদাইন ফিস সালাত (قُرَّةُ الْعَيْنَيْنِ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ):**

এটি নামাযে হাত উত্তোলন সম্পর্কিত গ্রন্থ। এতে হাত উত্তোলনের পক্ষ-বিপক্ষ রেওয়ায়াতগুলো অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে আলোচিত হয়েছে।

৯. **আয-যু'আফাউস সগীর (اَلضُّعَفَاءُ الصَّغِيْرُ):**

এ গ্রন্থটিতে হাদীসের দুর্বল রাবীগণের নাম ও বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১০. **কিতাবুল কুনা (اَلْكُنَىٰ):**

এটি রাবীগণের নামের কুনিয়াত সম্পর্কিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে হাদীসের এক হাজার রাবীর কুনিয়াত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১১. **আল-আকীদা আও আত-তাওহীদ** (اَلْعَقِيْدَةُ وَالتَّوْحِيْدُ),

১২. **আত-তাওয়ারীখু ওয়াল আনসাব** (اَلتَّوَارِيْخُ وَالْأَنْسَابُ),

১৩. **কিতাবুর রিকাক** (كِتَابُ الرِّقَاقِ):

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বয়ং তাঁর গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ স্থানে এই আধ্যাত্মিক সম্পন্ন হাদীস গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন।

১৪. **কিতাবুল ইলাল** (كِتَابُ الْعِلَلِ):

এ গ্রন্থটিতে হাদীসের দোষ-ত্রুটি নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫. **বিররুল ওয়ালিদাইন** (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ),

১৬. **কিতাবুল আশরিবা** (كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ),

১৭. **আল-মুসনাদুল কবীর** (اَلْمُسْنَدُ الْكَبِيْرِ),

১৮. **আত-তাফসীরুল কবীর** (اَلتَّفْسِيْرُ الْكَبِيْرِ),

১৯. **কিতাবুল হিবাহ** (كِتَابُ الْهِبَةِ),

২০. **আসামিস সাহাবা** (أَسَامِى الصَّحَابَةِ),

২১. **কিতাবুল ওয়াহদান** (كِتَابُ الْوَحْدَانِ) ও

২২. **কিতাবুল মাবসূত** (كِتَابُ الْمَبْسُوْطِ)।

ইন্তিকাল

ইমাম বুখারী (রহ.) ২৫৬ হিজরীর ঈদুল ফিতর রাতে ইশার নামাযের পর সমরকন্দ থেকে ২ ফারসাখ (এক ফারসাখ: ২০০০ গজ বা ৮ কি. মি. প্রায়) দূরে 'খরতংক' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। ওই দিন যুহরের নামাযের পর তাঁকে দাফন করা হয়। আর এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।[১]

---

[১] (ক) আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ৬৮; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৪৬৮; (গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ৪২;

ইমাম ইবনে খল্লিকান বলেন,

وَتُوُفِّيَ لَيْلَةَ السَّبْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَكَانَتْ لَيْلَةُ عِيْدِ الْفِطْرِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، سَنَةَ سِتٍّ وَّخَمْسِيْنَ وَمِائَتَيْنِ بِخَرْتَنْك ﷺ تَعَالَىٰ.

'ইমাম বুখারী (রহ.) শনিবার রাতে ইশার নামাযের পর ইন্তিকাল করেন। এটি ছিল ঈদুল ফিতরের রাত। তাকে ঈদুল ফিতর দিবসে যুহর নামাযের পর ২৫৬ হিজরী সালে খরতংকে সমাধিস্থ করা হয়।'[১]

ইন্তিকালের পর অলৌকিক ঘটনা

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জানাযার নামাযের পর কবরে রাখার সাথে সাথে কবর হতে মিশক আম্বরের সুগন্ধি বের হতে আরম্ভ করে। এ বাস্তব আলৌকিকতা দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত লোকজন আসা-যাওয়া করতে থাকে। এমনকি তারা তার কবরের মাটি হাতে নিয়ে সুগন্ধি গ্রহণ করতে থাকে। এই ঘটনাতে লোকজন অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করেছিল। *সহীহ আল-বুখারী*র মুকাদ্দামাতে বর্ণনাটি এরূপ:

وَلَمَّا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَوُضِعَ فِيْ حُفْرَتِهِ فَاحَ مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ كَالْمِسْكِ جَعَلَ النَّاسُ يَخْتَلِفُوْنَ إِلَىٰ قَبْرِهِ مُدَّةً يَأْخُذُوْنَ مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ، وَيَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ ذَلِكَ.

'যখন তাঁর জানাযা পড়া হয় এবং তাঁকে কবরে রাখা হয় তখন তাঁর কবরের মাটি থেকে মিশকের ন্যায় সুগন্ধি ছড়াতে থাকে। আর জনগণ দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর কবরে এসে কবরের মাটি নিয়ে যেতে থাকে এবং এতে আশ্চর্যবোধ করতে থাকে।'[২]

ইমাম বুখারী (রহ.) সম্পর্কে এ ধরনের আরও অনেক অলৌকিক কারামত বর্ণিত আছে, যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

(গ) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ৩১; (ঘ) আল-ইয়াফিয়ী, *মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল য়াকযান ফী মা'রিফাতি মা য়ু'তাবারু মিন হাওয়াদিসিয যামান*, খ. ২, পৃ. ১২৫

[১] ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ২, পৃ. ৩২৪

[২] মোল্লা আলী আল-কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ*, খ. ১, পৃ. ১৭

বুখারী শরীফের পরিচিতি ও পর্যালোচনা

সংকলন

ইমাম বুখারী (রহ.) *আল-জামিউস সহীহ* গ্রন্থটি কোন সময়ে সংকলন শুরু করেন তার সঠিক তারিখ জানা যায়নি। অবশ্য গ্রন্থটি সংকলন করার পর মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.), ইমাম আলী ইবনে মাদায়িনী (রহ.) ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মা'ঈন (রহ.)-এর নিকট পেশ করেন। তারা সকলে গ্রন্থখানি দেখে فَاسْتَحْسَنُوْهُ، وَشَهِدُوْا لَهُ بِالصِّحَّةِ অর্থাৎ একে খুবই পছন্দ করেন এবং একে বিশুদ্ধভাবে স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন।[১]

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মু'ঈন (রহ.) ২২৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ২২৩ হিজরীর পূর্বেই এ গ্রন্থটি সংকলন কাজ সমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থটি সংকলন করতে তার ষোল বছর সময় লেগেছিল। অতএব এ থেকে প্রতীয়নমাণ হয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ২৩ বছর বয়সে তাঁর আল জামে গ্রন্থটির সংকলন কাজ শুরু করেছিলেন।[২]

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে *আল-জামি'উস সহীহ*। এটি সহীহ হাদীস সংবলিত সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ সম্পর্কে আল্লামা আল-ইরাকী (রহ.) বলেন,

أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيْحِ * مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتَّرْجِيْحِ

---

[১] মুহাম্মদ আবু যাহু, *আল-হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ৩৭৮

[২] ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ২, পৃ. ৩২৪

‘একমাত্র সহীহ হাদীস সংবলিত গ্রন্থ সর্বপ্রথম সংকলন করেন ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর বুখারী এবং এটি বিশেষভাবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।’[১]

আল্লামা খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলী বলেন,

وجمع نحو ست مئة ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته.

وهو أول من وضع في الإسلام كتابا علىٰ هذا النحو.

‘তিনি প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং তা থেকে সহীহ গ্রন্থে সেসব হাদীস গ্রহণ করেন যেগুলোর রাবী সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হন।’[২]

কিতাবের নামকরণ

বিজ্ঞ ওলামায়ে কোরামের মতে গ্রন্থটি *সহীহ আল-বুখারী* নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু ইমাম নাওয়াওয়ী (মৃত: ৬৭৬ হি.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নামকরণ করেছেন,

اَلْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ.

‘রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যাবতীয় ব্যাপার, কাজ-কর্ম, সুন্নাত ও সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে নির্ভুল সনদপ্রাপ্ত হাদীসসমূহের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ সংকলন।’[৩]

ড. আকরম যিয়া আল-উমরী *সহীহ আল-বুখারী*র নাম এভাবে উল্লেখ করেন,

اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ الْمُسْنَدُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ.[৪]

ইমাম হাফিয ইবনে হাজার (মৃত: ৮৫২ হি.) নামকরণ করেছেন,

اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ الْمُسْنَدُ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ.[১]

---

[১] আস-সাখাওয়ী, *ফতহুল মুগীস বি-শরহি আলফিয়াতিল হাদীস লিল-ইরাকী*, খ. ১, পৃ. ৪১

[২] আর-যিরিকালী, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ৩৪

[৩] আন-নাওয়াওয়ী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ৭৩

[৪] (ক) ড. আকরম যিয়া ওমরী, *বুহূসুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফা*, পৃ. ২৪৪; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তা ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তা*, পৃ. ১৬৮

বুখারী শরীফ প্রণয়নের কারণ

আল-জামিউস সহীহ প্রণয়ণের প্রধানত দুটি কারণ পাওয়া যায়। যথা–

১. ইমাম বুখারী (রহ.) এ গ্রন্থ প্রণয়নের প্রেরণা তাঁর বিশিষ্ট শিক্ষক ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহ.)-এর মজলিস থেকে লাভ করেন। একদিন ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় শিক্ষক ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহ.)-এর দরসে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি সমবেত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত হাদীস ও সুন্নাহসমূহের সমন্বয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করত, যা সংক্ষিপ্ত অথচ বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে চরম পর্যায়ে উন্নীত, তাহলে অতি উত্তম হত। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, একথা শ্রবণের পর তাঁর এরূপ একখানা গ্রন্থ প্রণয়নের বাসনা জাগ্রত হয়।

২. বুখারী প্রণয়নে উদ্দ্যেগী হওয়ার মূলে ইমাম বুখরী (রহ.) হতে আরও একটি কারণ বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূল (সা.)-কে স্বপ্নে দেখলাম। আমি যেন তাঁর সম্মুখে একখানি পাখা হাতে দণ্ডায়মান তাঁর শরীরে বাতাস করছি এবং মাছির আক্রমন প্রতিহত করছি। অতঃপর স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতাগণ বললেন, তুমি রাসূল (সা.)-এর প্রতি আগত সমস্ত মিথ্যাকে প্রতিরোধ করবে। বস্তুত এ স্বপ্ন ও এর ব্যাখ্যাই আমাকে সহীহ হাদীস সম্বলিত এ বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছে।

অবশ্য এ দু'বর্ণনায় দুই প্রকারের কারণের উল্লেখ থাকলেও এ দুটির মধ্যে কোনটি মৌলিক বিরোধ নেই। সম্ভবত তিনি উস্তাদের মজলিস থেকে হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের প্রেরণা নিয়ে ফিরে আসার পর তারই অনুকূলে এ স্বপ্নটি দেখেছিলেন।

ইমাম বুখরী (রহ.)-এর শর্তাবলি

ইমাম বুখরী (রহ.) যেসব শর্তাবলির ভিত্তিতে *আল-জামিউস সহীহ* সংকলন করেছেন তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে,

১. হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (ধারাবাহিক) হতে হবে।

২. বর্ণনাকারীকে মুসলিম, সত্যবাদী হতে হবে।

---

[১] ড. মুহাম্মদ ইবনে মাতর আয-যাহরানী, *তাদওয়ীনুস সুন্নাহ আন-নাওয়াবিয়া*, পৃ. ১১২

৩. তাকে ন্যায়পরায়ণ (আদিল), সংরক্ষণকারী, স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন, জ্ঞানী, অল্প ভুলকারী, সঠিক আকীদার অধিকারী হতে হবে।

৪. বর্ণনাকারী ও তাঁর শায়খকে আদিল (ইনসাফ) হতে হবে।

৫. বর্ণনাকারী ও তাঁর শায়খকে একই যুগের হতে হবে। এবং তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হতে হবে।

বুখারী শরীফ সম্পর্কে ইমামুল হাদীসের অভিমত

১. ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে অভিমত পোষণ করে বলেন,

مَا أَدْخَلْتُ فِي الْجَامِعِ إِلَّا مَا صَحَّ وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لِأَجْلِ الطُّوْلِ.

'আমি আল-জামে গ্রন্থে কেবল সহীহ হাদীস সংযোজন করেছি। আর আমি গ্রন্থের বৃহদায়তন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অনেক সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি।'[১]

২. ইমাম নাওয়াওয়ী (মৃত: ৬৭৬ হি.) বলেন,

اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ أَصَحَّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ صَحِيْحَا الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَاتَّفَقَ الْجَمْهُوْرُ عَلَىٰ أَنَّ صَحِيْحَ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّهُمَا صَحِيْحًا وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدٌ.

'হাদীসের সকল আলিম এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ এক মত যে, গ্রন্থাবদ্ধ হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হচ্ছে আল-বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়। আর অধিকাংশের মতে এ দু'টির মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ সহীহ এবং জনগণকে অধিক উপকার দানকারী হচ্ছে *সহীহ আল-বুখারী*।'[২]

৩. ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকলানী (রহ.) বলেন,

أَصُحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّ.

'আল্লাহর কিতাবের পর আকাশের নীচে সর্বাধিক বিশুদ্ধগ্রন্থ হচেছ *সহীহ আল-বুখারী*।'[৩]

---

[১] (ক) আস-সুবকী, ***তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা***, খ. ২, পৃ. ২২১; (খ) ইবনে আসাকির, ***তারীখু দামিশক***, খ. ৫২, পৃ. ৭৩

[২] আন-নাওয়াওয়ী, ***তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত***, খ. ১, পৃ. ৭৩

[৩] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ***ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী***, খ. ১, পৃ. ৫

৪. ইমাম নাসায়ী (মৃত: ৩০৩ হি.) বলেন,

أَجْوَدُ هَذِهِ الْكُتُبِ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ. وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ، وَوُجُوْبِ الْعَمْلِ بِأَحَادِيْثِهِمَا.

'গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উত্তম গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর গ্রন্থ। আর সমগ্র উম্মত এ দু'টি গ্রন্থের বিশুদ্ধতার আর এ দু'টির হাদীসের কিতাবের ওপর আমল করা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।'[১]

৫. আল্লামা আল-ইয়াফিয়ী (মৃত: ৭৬৮ হি.) বলেন,

اَلْبُخَارِيُّ الْـحَافِظُ الْإِمَامُ، قُدْوَةُ الْأَنَامِ وَعَالِيُ الْـمَقَامِ، جَامِعُ أَصَحِّ الْكُتُبِ الْـمُصَنَّفَةِ فِي السُّنَنِ وَالْأَحْكَامِ، إِمَامُ الْـمُحَدِّثِيْنَ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ.

'ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসের হাফিয, ইমাম, উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন। সুনান এবং আহকামের ওপর সংকলিত সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থের সংকলক। মুহাদ্দিসগণের ইমাম এবং ইসলামের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি।'[২]

৬. আল্লামা তাজউদ্দীন আস-সুবকী (মৃত: ৭৭১ হি.) বলেন,

وَأَمَّا كِتَابُهُ الْـجَامِعُ الصَّحِيْحِ، فَأَجْلِ كُتُبِ الْإِسْلَامِ وَأَفْضَلُهَا بَعْدَ كِتَابِ اللهِ.

'তাঁর কিতাব *আল-জামেউস সহীহ* ইসলামের গ্রন্থাবলির মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং আল্লাহর কিতাবের পর অধিক ফযিলতপূর্ণ কিতাব।'[৩]

৭. ড. সুবহী সালেহ বলেন,

وَهُوَ مُصَنِّفُ الْكِتَابِ الْعَظِيْمِ «الْـجَامِعِ الصَّحِيْحِ» الَّذِيْ هُوَ أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ الْقُرْآنِ الْـمَجِيْدِ.

---

[১] আন-নাওয়াওয়ী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ৭৪

[২] আল-ইয়াফিয়ী, *মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল য়াকযান ফী মা'রিফাতি মা য়ু'তাবারু মিন হাওয়াদিসিয যামান*, খ. ২, পৃ. ১২৪

[৩] আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২১৫

'ইমাম বুখারী (রহ.) মহান কিতাব আল-জামেউস সহীহ-এর সংকলক। আর এটি কুরআন মজীদের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ।'[১]

বুখারী শরীফ প্রণয়নের সতর্কতা

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর গ্রন্থটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি বায়তুল হারামে বসে এ গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। পরে এর বিভিন্ন অধ্যায় ও তরজমাতুল বাব (অধ্যয়) সংযোজনের কাজ সম্পন্ন করেন মদীনার মসজীদে নববীর অভ্যন্তরে মিম্বর ও রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর রওজা মুবারকের মধ্যবর্তী স্থানে বসে। প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি অভূতপূর্ব পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

ইমাম বুখরী (রহ.) নিজেই বলেন,

مَا وَضَعْتُ فِيْ كِتَابِ الصَّحِيْحِ حَدِيْثًا إِلَّا اغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَصَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ.

'আমি প্রতিটি সহীহ হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ওযূ ও গোসল করে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করতাম।'[২]

প্রত্যেকটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করা ও দু'রাকাত নফল নামাযপড়ার পদ্ধতি মক্কা মদীনার উভয় স্থানেই তিনি রক্ষা করেছিলেন। এক একটি হাদীস লিখার পূর্বে তিনি সে সম্পর্কে সর্বোতভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সা.)-এর কিনা এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হয়ে তিনি একটি হাদীসও লিখেননি।

ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই এ সম্পর্কে বলেন,

مَا أَدْخَلْتُ فِيْهِ حَدِيْثًا حَتَّىٰ اسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالَىٰ وَصَلَّيْتُ وَتَيَقَّنْتُ صِحَّتَهُ.

'আমি প্রত্যেকটি হাদীস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে ইস্তিখারার মাধ্যমে না জেনে এবং নফল নামায না পড়ে ও হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও অকাট্যভাবে বিশ্বাসী না হয়ে তা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিনি।'

---

[১] ড. সুবহী সালেহ, *উলুমুল হাদীস ওয়া মুস্তালাহুহু: আরযুন ওয়া দারাসা*, পৃ. ৩৯৬

[২] (ক) ইবনে আবু ইয়া'লা, *তাবাকাতুল হানাবালা*, খ. ১, পৃ. ২৫৬; (খ) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৭, পৃ. ৯৬; (গ) আল-ইয়াফিয়ী, *মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল য়াকযান ফী মা'রিফাতি মা য়ু'তাবারু মিন হাওয়াদিসিয যামান*, খ. ২, পৃ. ১২৫; (ঘ) আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২২০

বুখারী শরীফের হাদীস সংখ্যা

ইমাম বুখারী (রহ.) ৬ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই এবং নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ ১৬ বছর সময়ে *আল-জামিউস সহীহ* গ্রন্থটি সংকলন করেন।[১] এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

أَخْرَجْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ نَحْوِ سِتَّمِائَةِ أَلْفِ حَدِيْثٍ وَصَنَّفْتُهُ فِيْ سِتِّ عَشَرَةَ سَنَةٍ، وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللهِ.

'আমি ছয় লক্ষ হাদীস হতে এ কিতাবটি প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেছি। আর এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করতে আমার ষোল-বছর সময় লেগেছে। আমি এই গ্রন্থটিকে আমার ও আল্লাহর মধ্যবর্তী ব্যাপারের জন্য অকাট্য দলীলরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি।'[২]

ইমাম ইবনুস সালাহ (মৃত: ৬৪৩ হি.) ও আল্লামা বদরউদ্দীন আল-আইনী (মৃত: ৮৫৫ হি.)-এর মতে পুনরুল্লেখসহ *জামেউস সহীহ* গ্রন্থের হাদীস সংখ্যা ৭২৭৫। পুনরুল্লেখ ছাড়া হাদীস সংখ্যা ৪০০০।[৩]

এ সম্পর্কে আল্লামা নাওয়াওয়ী (মৃত: ৬৭৬ হি.)-এর মতটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

جُمْلَةُ مَا فِيْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْمُسْنَدَةِ سَبْعَةِ آلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ حَدِيْثًا بِالْأَحَادِيْثِ الْمُكَرَّرَةِ، وَبِحَذْفِ الْمُكَرَّرَةِ نَحْوَ أَرْبَعَةِ آلَافٍ.

'*সহীহ আল-বুখারী*তে সন্নিবেশিত সনদযুক্ত মোট হাদীস সংখ্যা সাত হাজার দুই শত পঁচাত্তরটি। এতে পুনরুল্লেখিত হাদীসসমূহ গণ্য। আর তা বাদ দিয়ে হিসাব করলে দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার।'[৪]

আল্লামা ইমাম হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকলানী (রহ.) বলেন, মুআল্লাক, মুতাবি ও মাওকূফ হাদীস ছাড়া পুনঃপুনঃ উল্লেখিত হাদীসসহ

---

[১] ড. মুহাম্মদ ইবনে মাতর আয-যাহরানী, *তাদওয়ীনুস সুন্নাহ আন-নাওয়াবিয়া*, পৃ. ২৪৪

[২] (ক) আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২২১; (খ) আল-ইয়াফিয়ী, *মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল য়াকযান ফী মা'রিফাতি মা য়ু'তাবারু মিন হাওয়াদিসিয যামান*, খ. ২, পৃ. ১২৫; তিনি বলেন, صَنَّفْتُ كِتَابِي الصَّحِيْحَ لَسْتُ عَشَرَةَ سَنَةَ، خَرَّجْتُهُ مِنْ سِتِّ مِائَةَ أَلْف حَدِيْثٍ.

[৩] বদরুদ্দীন আল-আইনী, *উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী*, ক. ১, পৃ. ১২০

[৪] আন-নাওয়াওয়ী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ৭৫

বুখারী শরীফের হাদীসের সংখ্যা ৭৩৯৭টি। পুনঃপুনঃ ছাড়া মুত্তাসিল হাদীসের সংখ্যা ২৬০২। এমন মু'আল্লাক মা'রফূ হাদীস যা বুখারীর কোন স্থানেই মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়নি এমন হাদীসের সংখ্যা ১৫৯টি। অতএব মুকাররার নয় এমন হাদীসের সংখ্যা ২৭৬১টি। আর এগুলোর মধ্যে মু'আল্লাক হাদীসের সংখ্যা ১৩৪১টি।[১] এতে মুতাবি এবং রিওয়ায়াতের ভিন্নতা সম্পর্কে অবহিত করণ প্রসঙ্গে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সংখ্য ৩৪৪টি।

ইমাম ইবনে হাজর (রহ.) বুখারী শরীফের এমন হাদীসের সংখ্যা উল্লেখ করেননি যেগুলো সাহাবী থেকে মাওকূফ রূপে এবং তাবিয়ী ও তাদের পরবর্তীগণ থেকে মাকতু হাদীস রূপে বর্ণিত হয়েছে। অতএব মাওকূফ এবং মাকতু ছাড়া বুখারী শরীফে মুকর্‌রার উল্লেখিত হাদীসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯০৮২টি।[২] এ ছাড়া গণনায় পার্থক্যের একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর থেকে তাঁর বিভিন্ন ছাত্র এ গ্রন্থটি শ্রবণ করেন। তাদের নিকট সংরক্ষিত হাদীসের সংখ্যা কম বেশি হওয়াই এ পার্থক্য দেখা দেয়।

আল্লামা শায়খ আবদুল আযীয আল-খাওলীর মতে, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে মু'আল্লাক, মাওকূফ এবং মাকতু হাদীস উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু সেগুলো তাঁর কিতাবের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি সেগুলো শুধু সাহায্যার্থে এবং দলীলের জন্যই বর্ণনা করেছেন। আর এ কারণেই এগুলোর বর্ণনা মূল হাদীস থেকে ভিন্নভাবে করেছেন যাতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। বুখারী শরীফে ২২টি সুলাসিয়াত (তিন বর্ণনাকারী বিশিষ্ট) হাদীস রয়েছে। ১৬০টি অধ্যায় ও ৩৪৫০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সুনানিয়াত (দুই বর্ণনাকারী) ও উহাদিয়াত (এক বর্ণনাকারী)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীস বুখারী শরীফে নেই। ইমাম মালিক (রহ.)-এর কাছে ৩টি সুনানিয়াত এবং একমাত্র ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহ.)-এর কাছে ১৬টি উহাদিয়াত হাদীস ছিল, যা আর কোন ইমামের কাছে নেই।

বুখারী শরীফের বৈশিষ্ট্য

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আল জামেউস-সহীহ গ্রন্থটির দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাঁর অনুসৃত কতগুলো বৈশিষ্ট্য প্রতিয়মান হয়। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলি কিতাবটিকে করেছে স্বতন্ত্র উচ্চ মর্যাদা।

---

[১] মুহাম্মদ আবু যাহু, *আল-হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ৩৭৯

[২] (ক) বদরুদ্দীন আল-আইনী, *উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী*, ক. ১, পৃ. ৬; (খ) আবদুল আযীয আল-খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ = তারীখু ফুনূনিল হাদীস*, পৃ. ৪০; (গ) মুহাম্মদ আবু যাহু, *আল-হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ৩৭৯

১. ইমাম বুখারী বাবের অন্তর্ভুক্ত হাদীসগুলোর মর্মার্থ ও শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে تَرْجُمَةُ الْبَابِ (অধ্যয়) নির্ধারণ করেছেন।

২. এ গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অনেক অধ্যায়ের শিরোনামের বক্তব্য অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের আয়াত সংযোজন। এতে করে পাঠকরা একই স্থানে হাদীসের বক্তব্যের সাথে কুরআনের বাণী মিলিয়ে দেখার সুযোগ লাভ করে। উপরন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) কুরআনের আয়াত সন্নিবেশিত করে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করার প্রয়াস পেয়েছেন যে আসলে প্রতিটি বিষয় কুরআনে রয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষ তা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম।

৩. ইমাম বুখারী (রহ.) বিভিন্ন অনুচ্ছেদে হাদীস থেকে ফিকহী মাসআলার সামাধান, ও কুরআনের ব্যাখ্যার সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।[১]

৪. *সহীহ আল-বুখারী*তে সুলাসিয়াত হাদীসের সংখ্যা ২২টি যা অন্যকোন হাদীস গ্রন্থে নেই। এটির এ কিতাবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা এ গ্রন্থের মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

৫. ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ করার ব্যাপারে কঠোর শর্তাবলি আরোপ করেছেন। কোন কোন স্থানে قَالَ لِيْ فُلَانٌ ব্যবহার করেছেন। এ ধরণের শর্তাবলি সেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, যে সকল স্থানে বর্ণনাকারীর বর্ণনা তার শর্তাবলি অনুযায়ী হয়নি। আবার কোথাও কোথাও তিনি قَالَ فُلَانٌ এর স্থলে حَدَّثَنَا فُلَانٌ ব্যবহার করেছেন।[২]

৬. ইমাম বুখারী (রহ.) মাসআলার اِسْتِنْبَاطٌ বা উদ্ভাবনকল্পে একই জাতীয় হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। যেমন-*সহীহ আল-বুখারী*র ১৩টি স্থানে «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[৩] হাদীস উল্লেখ করেছেন।

৭. *সহীহ আল-বুখারী* গ্রন্থের সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে একটি সু-সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন-এ গ্রন্থটির সূচনা করা হয়েছে «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» তথা নিয়ত এবং হাদীসের মাধ্যমে। কেননা নিয়তের ওপর সকল কাজ নির্ভরশীল। আর সমাপ্তি করা হয়েছে, كِتَابُ التَّوْحِيْدِ তথা তওহীদ বিষয়ক হাদীসের মাধ্যমে। কারণ তওহীদ হচ্ছে আখিরাতের মুক্তির একমাত্র মাপকাঠি।

---

[১] ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীসুন নাবাওয়ী: মুস্তালিহাতুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু*, পৃ. ৩৬০

[২] (ক) জামালউদ্দীন আল-কাসিমী, *কাওয়ায়িদুস তাহদীস মিন ফুনূনি মুস্তালিহিল হাদীস*, পৃ. ১৯৬; (খ) ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীসুন নাবাওয়ী: মুস্তালিহাতুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু*, পৃ. ৩৬৫

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২, হাদীস: ১

৮. ইমাম বুখারী (রহ.) *সহীহ আল-বুখারী* প্রণয়ন কালে কখনও কোন কারণে হাদীস লিপিবদ্ধ কার্য স্তগিত রাখলে তা শুরু করার আগে তাসমিয়া তথা بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দিয়ে শুরু করতেন। ফলে এ হাদীস গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তাসমিয়া পরিলক্ষিত হয়।

৯. এ গ্রন্থপাঠে পাঠকগণের সুবিধার জন্য হাদীসের মধ্যে ব্যবহৃত দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যার জন্য কুরআনের শব্দ ও তাফসীরকারকগণের অভিমত উল্লেখ করেছেন। কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আয়াত পেশ না করে শুধু কিছু শব্দ তুলে ধরেছেন। যাতে হাদীসের মর্মার্থ সহজে অনুধাবন করা যায়। এ গ্রন্থের كِتَابُ التَّفْسِيْرِ এবং كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ এ এরূপ মতামত বিদ্যমান।

১০. সকল মুহাদ্দিস *সহীহ আল-বুখারী*কে সর্বাপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলে অভিতত করেছেন।

أَصُحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تَحْتَ السَّمَاءِ صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّ.

'আল্লাহ তা'আলার কিতাবের পর আকাশের নিচে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে *সহীহ আল-বুখারী*।'[১]

১১. ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর গ্রন্থটিকে শরীয়তের নির্দেশমালার বর্ণনা থেকে শূণ্য রাখা সমীচীন মনে করেননি। তাই তিনি আপন বুদ্ধিমত্তা ও উপলব্ধির মাধ্যমে হাদীসের মতন থেকে বহু অর্থ ও তথ্য উদঘাটন করে কিতাবের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে বিভক্ত করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি কুরআন মজীদের আহকাম বিশিষ্ট আয়াতসমূহ চয়ন করে ইঙ্গিতসমূহ উদ্ঘাটন করেছেন। আর সেগুলোর তাফসীরের প্রতি ইশারা করতে গিয়ে তিনি সু-প্রশস্ত করেছেন।[২]

১২. এ কিতাবে মুতাবি এবং রিওয়ায়াতের ভিন্নতা সম্পর্কে অবহিতকরণ প্রসঙ্গে যেসকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সংখ্যা ৩৪৪টি।

১৩. সাহাবী থেকে মাওকূফ এবং তাবিঈ থেকে মাকতু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১৪. ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে মুআল্লাক, মাওকূফ এবং মাকতু হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেগুলো তার কিতাবের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি সেগুলো শুধু সাহায্যার্থের জন্য ব্যাখ্যা করেছেন। আর এ কারণেই এগুলোর বর্ণনা মূল হাদীস থেকে ভিন্নভাবে করেছেন, যাতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।

---

[১] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ***ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী***, খ. ১, পৃ. ৫

[২] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ***ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী***, খ. ১, পৃ. ৬

বুখারী শরীফের শরহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ

বুখারী শরীফের গুরুত্ব অপরিসীম। এর অধিক গ্রহণযোগ্যতার কারণে যুগে যুগে বিজ্ঞ আলিমগণ এর শরহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর ফলে ব্যাখ্যাকারীগণের সংখ্যা অধিক। অনেকেই এ গ্রন্থের রিজাল (বর্ণনাকারীর বর্ণনা) এবং এর উদ্দেশ্যাবলির ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবার অনেকেই এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

হাজী খলীফা তাঁর *কাশফুয যুনূন* গ্রন্থে *সহীহ আল-বুখারী*র ৮২-এর ঊর্ধ্বে শরহ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ফুয়াদ সিযগীন তাঁর *তারীখুত তুরাসিল আরাবী* গ্রন্থের বুখারীর ৫৬টি শরহ গ্রন্থের এবং সংক্ষিপ্ত ৭টি শরহ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[১] কেউ কেউ অতি দীর্ঘ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আবার কেউ কেউ সংক্ষিপ্ত বুখারীর শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[২]

নিম্নে উল্লেখ্যযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের পরিচিতি আলোচনা করা হলো। যথা–

১. ই'লাউস সুনান (إِعْلَاءُ السُّنَنِ)

এ শরহ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবরাহীম ইবনে সাবতী আল-খাত্তাবী আবূ সুলাইমান (মৃত: ৩০৮ হি. = ৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ) এটি সর্বপ্রথম বুখারীর শরহ গ্রন্থ। এটি উত্তম একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে অনেক তথ্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৩]

২. শারহুল বুখারী (شَرْحُ الْبُخَارِيِّ)

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে খালফ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে বিতাল আল-গারবী আলক-মালেকী (মৃত: ৪৪৯ হি.) *সহীহ আল-বুখারী*র একটি শরহ গ্রন্থ রচনা করেন। এ শরহ গ্রন্থটি ফিকহে মালেকী বিষয়ক মাসআলাসমূহ আলোচিত হয়েছে।[৪]

---

[১] হাজী খলীফা, ***কাশফুয যুনূন ফী আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন***, খ. ১, পৃ. ৫৪৫

[২] ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২২৯–২৪৫

[৩] (ক) হাজী খলীফা, ***কাশফুয যুনূন ফী আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন***, খ. ১, পৃ. ৫৪৫; (খ) ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২২৯; (গ) আবদুল আযীয আল-খাওলী, ***মিফতাহুস সুন্নাহ = তারীখু ফুনূনিল হাদীস***, পৃ. ৪২

[৪] হাজী খলীফা, ***কাশফুয যুনূন ফী আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন***, খ. ১, পৃ. ৫৪৫–৫৪৬

৩. **আত-তানকীহ লি-আলফাযিল জামি'ইস সহীহ (اَلتَّنْقِيْحُ لِأَلْفَاظِ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ)**

ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আয-যারকাশী (মৃত: ৭৯৪ হি. = ১৩৯২ খ্রি.) *সহীহ আল-বুখারী*র উৎকৃষ্ট শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১]

৪. **শাওয়াহিদুত তাওযীহ ওয়াত তাসহীহ লিমুশকিলাতিল জামি'ইস সহীহ (شَوَاهِدُ التَّوْضِيْحِ وَالتَّصْحِيْحِ لِمُشْكِلَاتِ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ)**

এ শরহ গ্রন্থটি শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালিক (মৃত: ৬৭২ হি. = ১৩৭২ হি.) রচনা করেন।[২]

৫. **শরহুল জামে (شَرْحُ الْجَامِعِ)**

এটি শায়খ কুতুবুদ্দীন আবদুল করীম ইবনে আবদুন নূর ইবনে মাইসির হালবী (মৃত: ৭৪৫ হি.) রচনা করেন। কিন্তু তিনি এ গ্রন্থটি সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। এ গ্রন্থটি অর্ধেক পর্যন্ত রচনা করেন। এটি ১০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[৩]

৬. **আল-কাওয়াকিবুদ দুরার (اَلْكَوَاكِبُ الدُّرَارِيُّ فِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ)**

এ শরহ গ্রন্থটি শায়খ মুহাম্মমদ ইবনে ইউসূফ ইবনে আলী আল-কিরমানী (মৃত: ৭৮৬ হি. = ১৩৮৪ খ্রি.) প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কাতুল মুকাররমায় এর সম্পাদনা কার্য সম্পাদন করেন। এতে মূল ব্যাখ্যা গ্রন্থের শুরুতে ইলমে হাদীসের ফযীলত এবং বুখারী (রহ.)-এর জীবন রচিত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বাক্য শাব্দিক বিশ্লেষণ, নাহবী ইরাব, রাবীগণের নাম এবং উপাধীসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরস্পর বিরোধী হাদীসের সমাধান ও সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ব্যাখ্যাকারকগণ এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছে।[৪]

৭. **আল-কাউসারুল রাযী আলা রিয়াদি আহাদীসিল বুখারী (اَلْكَوْثَرُ الْجَارِيْ إِلَىٰ رِيَاضِ أَحَادِيْثِ الْبُخَارِيِّ)**

এ শরহ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন শায়খ আহমদ ইবনে ইসমাঈল আল-কাওরানী আল-হানাফী (মৃত: ৭৯৩ হি.)। গ্রন্থটি শুরুতে রাসূলুল্লাহ

---

[১] (ক) হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনূন ফী আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, খ. ১, পৃ. ৫৪৫; (খ) ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৩১

[২] ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৩০

[৩] হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনূন ফী আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, খ. ১, পৃ. ৫৪৬

[৪] (ক) হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনূন ফী আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, খ. ১, পৃ. ৫৪৬; (খ) ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৩০

(সা.)-এর সীরাত বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। এতে শব্দের বিশ্লেষণ এবং বর্ণনাকারীগণের নাম উল্লেখের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[১]

৮. **মানহুল বারী বিসসীহিল ফাসীহিল মাজারী ফী শরহিল বুখারী (مَنْحُ الْبَارِيِّ بِالسِّيْحِ الْفَسِيْحِ الْمَجَارِيْ فِيْ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ)**

এ শরহ গ্রন্থটি ইমাম মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল-ফীরুয আবাদী আশ-শীরাযী (মৃত: ৮১৭ হি.) প্রণয়ন করেন। এটি *সহীহ আল-বুখারী*র একটি সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা গ্রন্থ। তিনি *সহীহ আল-বুখারী*র ইবাদত অংশের এক চতুর্থাংশের ব্যাখ্যা সম্পন্ন করেন ২০ খণ্ডে। তিনি এ শরহ গ্রন্থে এমন কতগুলো আলোচনা করেন, যা ইতোপূর্বে কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থে আলোচিত হয়নি।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে হাদীস উপলব্ধির অতি প্রয়োজনীয় দিকগুলোর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাগ্রন্থকে সীমাবদ্ধ রাখেন। এ সকল ব্যাখ্যাকারকগণ মত ও পথের ভিন্নতার কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করেছেন। এ সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়নকারীদের মধ্যে রয়েছেন পূর্বসূরী মহান পণ্ডিত এবং সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারীর হাদীস শাস্ত্রবিদগণ।[২] তাঁদের মধ্যে রয়েছেন।

৯. **ফাতহুল বারী (فَتْحُ الْبَارِيْ شَرْحُ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ)**

ইমাম শায়খুল ইসলাম আহমদ ইবনে হাজার আল-আসকলানী (মৃত: ৮৫২ হি. = ১৪৪৮ খ্রি.) একটি অতিচমৎকার জ্ঞান সমৃদ্ধ শরহ গন্থ প্রণয়ন করেন।[৩]

ইমাম ইবনে হাজার এ অনুগ্রন্থকারীদের মধ্যে আমীর হিসেবে পরিগণিত। কারণ, অন্যকোন শরহ গ্রন্থ তাঁর শরহ গ্রন্থের কাছাকাছিও হতে পারেনি এবং তার অন্তঃস্থিত গুণাবলি ও সৌন্দর্যকে আপনগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করতে পারেনি। তাঁর পূর্ণ শরহটি রচিত না হয়ে যদি শুধু মুকাদ্দামাটি রচিত হত তবে এর গঠনমূলক আলোচনা এবং এর মহান মর্যাদা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট হত।

ইয়ামনের মুজতাহিদ আল্লামা শাওকানী (রহ.)-কে যখন ইমাম বুখারী (রহ.)-এর *আল-জামেউস সহীহে*র ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য

---

[১] হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনূন ফী আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, খ. ১, পৃ. ৫৪৯

[২] আবদুল আযীয আল-খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ = তারীখু ফুনূনিল হাদীস*, পৃ. ৪২

[৩] (ক) হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনূন ফী আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, খ. ১, পৃ. ৫৪৯; (খ) ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৩৪–২৩৫

আহ্বান জানানো হয় তখন তিনি বলেন, لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ফতহ মক্কার পর আর হিজরত নেই। অর্থাৎ ফাতহুল বারী প্রণয়নের পর বুখারী শরীফের আর ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। আল্লামা ইবনে হাজার আসকলানী (রহ.) ৮১৩ হিজরী সালে তাঁর মুকাদ্দমাটি সম্পন্ন করার পর ৮১৭ হিজরী সালের শুরুতে فَتْحُ الْبَارِيْ গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন এবং ৮৪২ হিজরী সালের রজব মাসের প্রথমে সমাপ্ত করেন। এ কাজ সম্পন্ন হওয়ার মুহূর্তে তিনি একটি বিরাট যিয়াফতের আয়োজন করেন যাতে নগন্য সংখ্য ব্যক্তি ছাড়া আর কোন মুসলিম উপস্থিত ছিলেন না। এ খাদ্যায়োজনে তিনি প্রায় পাঁচশত দীনার ব্যয় করেন। গ্রন্থাকারের জীবদ্দশাতেই তিনি গ্রন্থটি যথোপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে। এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ গ্রন্থটি কপি করার জন্য তলব করতে থাকেন এবং প্রায় তিন লক্ষ দীনার মুদ্রায় তা ক্রয় করা হয়। গ্রন্থটি দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি এর খ্যাতি অন্যসব শরহেগ্রন্থের খ্যাতিকে ঢেকে নেয়। এ গ্রন্থটি ১৩ খণ্ডে বিভক্ত। এটি মিসর ও হিন্দুস্থান থেকে বহুবার মুদ্রিত হয়েছে।[১] এটি বয়রূতের দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী থেকে ১৪০২ সালে একটি ভূমিকাসহ ১২ খণ্ডে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১০. উমদাতুল কারী (عُمْدَةُ الْقَارِيْ فِيْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ)

আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ ইবনে আহমদ আল-আইনী আল-হানাফী (মৃত: ৮৫৫ হি.) এ শরহ গ্রন্থের রচয়িতা।[২]

এটি বুখারীর শরহ গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহের মধ্যে এর চেয়ে উত্তম গ্রন্থ আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। আল্লামা আইনী (রহ.) ৮২১ হিজরীতে এর লিখা আরম্ভ করেন আর ৮৪৭ হিজরীতে সমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থটি লিখতে ২৬ বছর সময় লেগেছে। আল্লামা আইনী (রহ.)-কে ثري বলেন যে, এটা *ফাতহুল বারী* থেকে একতৃতীয়াংশ বড়, এ সম্পর্কে বির্তকের বাকডোর প্রয়োজন নেই। যদি *ফতহুল বারী*র ভূমিকা না থাকত তাহলে *উমদাতুল কারী*র অবস্থান তার উপরে হতো। মূলত বুখারী শরীফের সকল ব্যাখ্যা গ্রন্থের

---

[১] (ক) হাজী খলীফা, ***কাশফুয যুনূন ফী আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন***, খ. ১, পৃ. ৫৪৭–৫৪৯; (খ) ***হাদীসশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত***, পৃ. ৭১–৭২

[২] (ক) হাজী খলীফা, ***কাশফুয যুনূন ফী আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন***, খ. ১, পৃ. ৫৪৭; (খ) ড. ফুআদ সিযগীন, ***তারিখুত তুরাস আল-আরাবী***, খ. ১, পৃ. ২৩৬–২৩৭

মধ্যে এ দুটি ব্যাখ্যা গ্রন্থই শ্রেষ্ঠত্বের স্থান পেয়েছে। এটি একটি সুবিস্তৃত এবং সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা গ্রন্থ। যে যুগে আইনী (রহ.) এ শরহ গ্রন্থটি লিখেছেন সে যুগে ইবনে হাজার (রহ.)-এর অনুমতিক্রমে তার পাণ্ডুলিপি নিয়েছেন। আর আল্লামা আইনী (রহ.) সে পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কাছ থেকে নিলেন। আল্লামা আইনী (রহ.) ইমাম ইবনে হাজার (রহ.)-এর সে পাণ্ডুলিপি পুঙ্খানুপুঙ্খ ও গভীর দৃষ্টিতে একবার পড়ে নিলেন এবং সাথে সাথে এর ওপর অভিযোগ করলেন। এ গ্রন্থটি যখন পূর্ণতা লাভ করে লোক সমাজে প্রকাশিত ও প্রচারিত তখন ইবনে হাজর আসকলানী (রহ.) ও তাঁর ছাত্ররা এতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) আল্লামা আইনী (রহ.)-এর অভিযোগ ও সমালোচনার প্রতি উত্তরে *ইন্তিকাযুল ই'তিরায* নামে একটি গ্রন্থ লিখা শুরু করেন। কিন্তু তিনি তা সমাপ্ত করার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন।

আল্লামা আইনী (রহ.) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে প্রথমে কুরআনের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এরপর তরজমাতুল বাবের পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। এর বর্ণনাকারী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যে সাহাবী থেকে হাদীসটি বর্ণিত সে সাহাবী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এবং হাদীসের প্রকারভেদের মধ্য থেকে এটি কোন ধরণের হাদীস তা বর্ণনা করা হয়েছে।

সহীহ আল-বুখারী যে অধ্যায়ের অধীনে যে হাদীসটি বারংবার এসেছে তার উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) ব্যতীত যে সকল মুহাদ্দিস তাঁদের রচনায় সেসব হাদীসের তাখরীজ (উৎস) করেছেন তা তুলে ধরেছেন। এরপর তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্র হিসেবে শব্দ, অর্থ, স্পষ্ট ও অস্পষ্টতার ভিত্তিতে এর ব্যাখ্যা করেছেন, হাদীসের চাহিদা অনুযায়ী এর থেকে যেসব মাসআলা ইস্তিম্বাত (উদ্ভাবন) হয় তা উল্লেখ করা হয়েছে। সেসব মাসআলার অধীনে যেসব ফিকহী মাসআলার ভিন্নতা রয়েছে তাও তুলে ধরা হয়েছে।

হানাফী মাযহাবকে তিনি দলীলের প্রমাণের ভিত্তিতে সাবেত (প্রমাণ) করেছেন। কোন কোন হাদীসের ক্ষেত্রে অন্যব্যাখ্যাকারের মত ভিন্নতা থাকলে তা উল্লেখ করে তার যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছেন। আল্লামা আইনী (রহ.) হাদীসের ব্যাখ্যা বিভিন্ন অধ্যায়ে বণ্টন করেছেন এবং প্রতিটি অধ্যায়কে বিভিন্ন শিরোনামে সাজিয়েছেন। যার কারণে এ গ্রন্থ থেকে উপকার লাভ করা খুবই সহজ। যেসব হাদীস একাধিকবার এসেছে এ ক্ষেত্রে আল্লামা আইনী (রহ.)-এর নিয়ম হলো প্রথমবার যে অধ্যায়ে

হাদিসটি এসেছে সেখানে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন এবং পরবর্তীতে তা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। এ কারণেই আইনী (রহ.) *সহীহ আল-বুখারী*র প্রথম খণ্ডের বারো জুযের ব্যাখ্যা লিখেছেন। আর দ্বিতীয় খণ্ডের ব্যাখ্যা লিখেছেন ৯ জুযে। এটি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে। বয়রূতের দারুল-ফিকর থেকে এটি ২৫ খণ্ডে মুদ্রিত হয়।[১] পাকিস্তানের আল-মাকতাবাতুল রশিদিয়া থেকে ১৪০৬ হিজরীতে ২৬ খণ্ডে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১১. আত-তাওশীহ আলাল জামি'উস সহীহ (اَلتَّوْشِيْحُ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ)

এটি ইমাম আবদুর রহমান জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত: ৯১১ হি. = ১৫০৫ খ্রি.) রচনা করেন। এটি বয়রূতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়া থেকে ১৪২০ হি. = ২০০০ সালে ৫ খণ্ডে মুদ্রিত হয়।[২]

১২. ইরশাদুস সারী (إِرْشَادُ السَّارِيْ لِشَرْحِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ)

ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর আল-কুস্তালানী (মৃত: ৯২৩ হি. = ১৫১৭ খ্রি.) এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ শরহ গ্রন্থের সূচনায় একটি সুন্দর ভূমিকা সংযোজিত রয়েছে। এ গ্রন্থটিও বয়রূতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়া থেকে ১৪১৬ হি. = ১৯৯৬ সালে ১০ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।[৩]

১৩. আল-জামি'উস সহীহ আল-বুখারী বিশারহিল কিরমানী (الْبُخَارِيِّ بِشَرْحِ الْكِرْمَانِيِّ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ)

এটি আল্লামা কিরমানী (রহ.) রচনা করেন। এটি বয়রূতের দারুল ফিকর থেকে ১৪১১ হি. = ১৯৯১ সালে ১২ খণ্ডে মুদ্রিত হয়।

১৪. আত-তাওযীহ লিশারহিল জামিয়িস সহীহ (اَلتَّوْضِيْحُ لِشَرْحِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ)

এ শরহ গ্রন্থটি রচনা করেন শায়খ উসমান ইবনে 'আলী ইবনে আল-মুলাক্কিন আশ-শাফিয়ী (মৃত: ৮০৫ হি. = ১৪০৩ খ্রি.)। গ্রন্থটি বয়রূতের দারুল ফিকর থেকে ২০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৪]

---

[১] মুহাম্মদ হানীফ গঙ্গুহী, *যফরুল মুহাস্সিলীন বি-আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, পৃ. ১৩৫–১৩৬

[২] হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনূন ফী আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, খ. ১, পৃ. ৫৪৯

[৩] ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৩৮

[৪] (ক) হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনূন ফী আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, খ. ১, পৃ. ৫৪৬; (খ) ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৩২–২৩৩

১৫. আল-লামি'উস সাবীহ (اَللَّامِعُ الصَّبِيْحُ بِشَرْحِ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ)

এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন আল্লামা শামশুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আদ-দায়িম ইবনে মূসা বরমাবী আশ-শাফিয়ী (মৃত: ৮৩১ হি.)। এটি একটি উত্তম শরহ গ্রন্থ। এটি চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[১]

১৬. তুহফাতুল বারী বিশরহি সহীহিল বুখারী (تُحْفَةُ الْبَارِيْ بِشَرْحِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ)

এ শরহ গ্রন্থটি শায়খ যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আল-আনসারী (মৃত: ৯১৬ হি. = ১৫১১ খ্রি.) প্রণয়ন করেন।[২]

১৭. ফয়যুল বারী ফী শরহি গারীবি সহীহিল বুখারী (فِيْضُ الْبَارِيْ فِيْ شَرْحِ غَرِيْبِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ)

এ শরহ গ্রন্থটি শায়খ আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রহীম ইবনে আহমদ আল-আব্বাসী (মৃত: ৯৬৩ হি. = ১৫০১ খ্রি.) প্রণয়ন করেন।

১৮. গায়তুত তাওযীহ (غَايَةُ التَّوْضِيْحِ فِيْ شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ)

এ শরহ গ্রন্থটি উসমান ইবনে ঈসা ইবনে ইবরাহীম আস-সিদ্দীকী আল-হানাফী রচনা করেন।[৩]

১৯. ফয়যুল বারী আলা সহীহিল বুখারী (فِيْضُ الْبَارِيْ عَلَىٰ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ)

এটি আল্লামা মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (মৃত: ১৩৫২ হি.)-এর তাকরীর যা তার প্রিয় ছাত্র মুহাম্মদ বদরুল আলম মিরাঠি (রহ.) দরসে লিখেছেন। এ গ্রন্থটি ১৯৯২ সালে দিল্লির রব্বানী বুক ডিপো থেকে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৪]

বুখারী শরীফের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থের বিবরণ

*আল-জামে*র অনেক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংকলিত হয়। এর মধ্যে প্রসিদ্ধগুলো হচ্ছে,

---

[১] হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনূন ফী আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, খ. ১, পৃ. ৫৪৭

[২] ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৩৯

[৩] ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৪০

[৪] ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৪৩

১. আল্লামা আইয়ূব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউসূফ আল-ফিরাবরী (মৃত: ৩২০ হি. = ৯৩৩ খ্রি.) হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে اَلْعَوَالِيُ الصِّحَاحِ নামে *সহীহ আল-বুখারী*র একটি সংক্ষিপ্ত রচনা করেন।

২. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মারওয়াযী আল-কুশমায়হানীর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। এর নাম: جُزْءٌ فِيْهِ الْحَدِيْثُ الْمِائَةُ الْمخرجَةُ مِنْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ।

৩. আল্লামা আবুল কাসিম আলী ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-ইয়াযদীর إِرْشَادُ السَّارِيْ لِاِخْتِصَارِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ নামে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংকলন করেন।

৪. আল্লামা আবদুল হক আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-আযাদী (মৃত: ৫৮১ হি. = ১১৮৫ খ্রি.)-এর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

৫. ইমাম জামালুদ্দীন আহমদ ইবনে ওমর আল-আনসারী আল-কুরতুবী (মৃত: ৬৫৬ হি.)-এর مُخْتَصَرُ الصَّحِيْحِ (মুখতাসার গ্রন্থ)।

৬. আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনে শরফ আন-নববী (মৃত: ৬৭৬ হি. = ১২৭৮ খ্রি.) *সহীহ আল-বুখারী*র দু'টি মুখতাসার সংকলন করেন,

(ألف) تلخيص شرح الأحاديث النبوية وإيضاح حكمها واستنباط معانيها البارزة والخفيفة،

(ب) تلخيص شرح الألفاظ والمعاني مما تضمنه صحيح البخاري.

৭. আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে সা'ঈদ ইবনে আবূ যামরাহ আল-আযদী (মৃত: ৬৯৯ হি. = ১৩০০ খ্রি.) جَمْعُ النِّهَايَةِ بِبَعْضِ الْخَيْرِ وَالْغَايَةِ নামে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন। এটি কায়রো থেকে ১২৮৬, ১৩০৬, ১৩২১, ও ১৩৪৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

৮. আল্লামা বদরুদ্দীন হাসান ইবনে ওমর আল-হালবী (মৃত: ৭৮৯ হি.)-এর সংক্ষিপ্ত এ গ্রন্থের নাম: إِرْشَادُ السَّارِيْ وَالْقَارِيْ।

৯. আল্লামা হুসায়ন ইবনুল মুবারক আয-যাবীদী (মৃত: ৮৯৩ হি.)-এর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। তিনি এতে মূল রাবী ছাড়া পূর্ণ সনদ পরিত্যাগ করেন। এ গ্রন্থটির নামকরণ করেন, اَلتَّجْرِيْدُ الصَّرِيْحِ لِأَحَادِيْثِ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ।[১]

---

[১] (ক) ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৪৩–২৪৪; (খ) আবদুল আযীয আল-খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ = তারীখু ফুনূনিল হাদীস*, পৃ. ৪৫

১০. ভারতের ভূপালের নবাব সিদ্দীক হাসান খান (রহ.)-এর একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১১. শায়খ আবদুল্লাহ আশ-শারকাভী (রহ.)ও এর একটি শরহ গ্রন্থ রচনা করেন। এ দুটি শরহ গ্রন্থই মুদ্রিত হয়েছে।

বুখারী শরীফের রাবীগণের জীবনী গ্রন্থ

বুখারী শরীফের হাদীস যেসকল রাবীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে তাঁদের জীবন সম্পর্কে হাদীসবিশাদগণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কালাবাযী (মৃত: ৩৯৮ হি.)-এর أَسْمَاءُ رِجَالِ الْبُخَارِيِّ।

২. আল্লামা আবুল ওয়ালীদ সুলায়মান ইবনে খালফ আল-বাযী (মৃত: ৪৭৪ হি.)-এর كِتَابُ التَّعْدِيْلِ وَالتَّجْرِيْدِ।

৩. আল্লামা জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে ওমর আল-বালকীনী (মৃত: ৮২৪ হি.) اَلْإِفْهَامُ بِمَا وَقَعَ فِيْ الْبُخَارِيِّ مِنَ الْإِلْهَامِ।[১]

বুখারী শরীফের ওপর আলোচনা

হাদীস সমালোচক হাফিযগণ বুখারী শরীফের ১১০টি হাদীসের সমালোচনা করেছেন। তারমধ্যে এমন ৩২টি সমালোচিত হাদীস রয়েছে যেগুলো ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) উভয়ই তাঁদের সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর অবশিষ্ট ৮৭টি হাদীস ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ সহীহ গ্রন্থে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) তাঁর রচিত বুখারীর শরহ গ্রন্থ *ফাতহুল বারী*র মুকদ্দমায় বলেন, এ সমালোচনায় ইল্লেখিত সবগুলো কারণ দোষ হিসেবে গণ্য নয়, বরং অধিকাংশ কারণের জবাব স্পষ্ট। আর উল্লেখিত দোষ-ত্রুটি খণ্ডিত। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রদত্ত জবাব স্পষ্ট নয়। জবাব দিতে গিয়ে ইমাম ইবনে হাজর (রহ.) যেখানে يَسِيْرٌ (এর উত্তর সহজ) বলে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক বলে ধরে নেওয়া কষ্টকর।

ইমাম হাফিয ইবনে হাজার (রহ.) তাঁর আল-মুকদ্দমায় এ জবাব সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। কিছু কিছু উপমা নিম্নরূপ:

---

[১] আবদুল আযীয আল-খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ = তারীখু ফুনূনিল হাদীস*, পৃ. ৪৫

১. ইমাম দারাকুতনী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) হযরত মালিক (রহ.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে এবং তিনি হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন। হাদীসটি হচ্ছ,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَىٰ قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ».

'হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা আসরের সালাত আদায় করার পর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কুবার দিকে যাত্রা করতেন এবং সেখানে যখন পৌঁছতেন তখনও সূর্য উপরে অবস্থান করত।'[১]

এ হাদীসে ইমাম মালিক (রহ.)-এর সমালোচনা করা হয়। কেননা তিনি হাদীসটিকে মারফূ বলে উল্লেখ করেছেন এবং স্থানটিকেও قباء (কুবা) বলে বর্ণনা করেছেন। তবে অনেক রাবী স্থানের নাম সম্পর্কিত বর্ণনায় তার বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন শু'আইব ইবনে আবু হামযা, সালিহ ইবনে কায়সান, আমর ইবনুল হারিস, ইউনুস ইবনে ইয়াযিদ, মামার, লায়স ইবনে সাদ, ইবনে আবু যিব এবং অন্যান্যগণ। ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও এ হাদীসে ইমাম মালিক (রহ.)-এর সমালোচনা করেছেন। তাঁর সমালোচনাও কুবা স্থান সম্পর্কে। উল্লেখিত রাবীগণের সকলেই এখানে বলেছেন, إِلَى الْعَوَالِيْ। অর্থাৎ স্থানটি কুবা নয় বরং আওয়ালী।

ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) এ সমালোচনার জবাবে বলেন,

وَمثل هَذَا الْوَهم الْيَسِير لَا يلْزم مِنْهُ الْقدح فِي صِحَة ال ـحَدِيث لَا سِيمَا وَقد أخرجَا الرِّوَايَة المحفوظة.

'এরূপ সামান্য ভুলের কারণে হাদীসের বিশুদ্ধতায় দোষ আরোপিত হয় না। বিশেষত ইমাম বুখারী (রহ.) এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) সংরক্ষিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।'[২]

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১১৫, হাদীস: ৫৫১

[২] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী*, পৃ. ৩৫০

২. ইমাম দারাকুতনী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) উভয়ই আফফান (রহ.)-এর হাদীস তাঁদের সহীহ গ্রন্থে ওহায়ব থেকে তিনি আবু হাইয়্যান থেকে তিনি আবু যুর'আহ থেকে তিনি আবু হুরাইরা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন। হাদীসটি হচ্ছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: دُلَّنِيْ عَلَىٰ عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ» قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا أَزِيْدُ عَلَىٰ هَذَا، فَلَمَّا وَلَّىٰ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا».

'জনৈক বেদুইন সাহাবী নবী করীম (সা.)-কে বললেন, আমাকে এমন কর্মের সন্ধান প্রদান করুন, যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পরব। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে কোন বস্তুকে শরীক করো না। ফরয নামায কায়েম কর, ফরয যাকাত আদায় কর এবং রমযানের রোযা পালন কর। লোকটি বলল, শপথ সে সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু করব না। যখন লোকটি প্রত্যবর্তন করতে লাগল তখন নবী করীম (সা.) বললেন, 'যে ব্যাক্তি জান্নাতী ব্যক্তির প্রতি তাকাতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে, সে যেন এ লোকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে।''[১]

ইমাম ইয়াহইয়া আল-কাত্তান এ হাদীসটি আবু হায়্যান থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হাইয়্যান তাঁর সনদের বর্ণনায় ওহায়বের খেলাফ করে হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদে আবু হুরাইরা (রহ.)-এর উল্লেখ নেই (বরং হাদীসটি সরাসরি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত)।

ইমাম দারাকুতনী (রহ.) উল্লেখিত সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইয়াহইয়া আল-কাত্তানের হাদীসটি ওহায়বের হাদীসটির পর উল্লেখ

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১০৫, হাদীস: ১৩৯৭; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী*, পৃ. ৩৫৫

করেন। এতে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, ওহায়বের সনদ মারফূ হিসেবে বর্ণিত হওয়ার কারণে এ সনদটি দোষমুক্ত নয়। কেননা ওহায়ব একজন হাফিয রাবী। আর এ কারণে ইমাম বুখারী (রহ.) তার রিওয়ায়াতকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া তাঁর সনদে অতিরিক্ত বর্ণনা আছে। (উসূলে হাদীসের বর্ণনায় কোন অতিরিক্ত বস্তু থাকলে তা গ্রহণযোগ্য)। তা ছাড়া ওহায়বের হাদীসের সমার্থবোধ একটি হাদীস ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ের কিতাবুল ঈমানে ইমাম ইবনে জরীরের সনদে বর্ণনা করেছেন। জারির হাদীসটি ইসমা'ঈল ইবনে উলায়া থেকে এবং তিনি আবু হাইয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি ওহায়বের হাদীসকে শক্তিশালী করে।

৩. ইমাম দারাকুতনী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে তালহা (রহ.)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে তালহা হাদীসটি তাঁর পিতা থেকে তিনি মুস'আব ইবনে সাদ (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: رَأَى سَعْدٌ ﵁، أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَىٰ مَنْ دُوْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ».[১]

ইমাম দারাকুতনী (রহ.) এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, এ হাদীসটি মুরসাল।

ইমাম ইবনে হাজার আসকলানী (রহ.)-এর জবাবে বলেন, এ হাদীসটি বাহ্যিকভাবে মুরসাল (সাহাবীর নাম উল্লেখনা করে বর্ণনা করা) বলে মনে হলেও মূলত হাদীসটি مَوْصُوْلٌ (মুত্তাসিল সনদযুক্ত) এবং مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ-এ সনদে বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদীস। ইমাম বুখারী (রহ.) এরূপ অনেক বর্ণনার ওপর নির্ভর করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থে সেগুলোকে উল্লেখ করেছেন। কেননা রাবী যদি এমন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, যার থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অতি প্রসিদ্ধ তবে তাঁর হাদীসটি مَوْصُوْلٌ হিসেবে পরিগণিত হয়।

আমরা سنن النَّسَائِيّ এবং ইসমাঈ'লী ও ইমাম আবু নু'আয়ম (রহ.)-এর مستخرج-এও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি। ইমাম আবু

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ৩৭, হাদীস: ২৮৯৬

নু'আয়ম (রহ.)-এর الْحِلْيَة গ্রন্থেও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। আবু মুহাম্মদ ইবনে সা'ঈদের হাদীসের ৬ষ্ঠ খণ্ডেও مُصعب بن سعد عَن أَبِيه أَنه رأى-এ সনদে হাদীস বর্ণিত আছে।

আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের প্রকাশিত *ইলমুল হাদীস পরিচিত* বইখানা দেখুন।

গ্রন্থপঞ্জি

॥আ ॥

১. *আল-কুরআন আল-করীম*

২. মোল্লা আলী আল-কারী : নুরুদ্দীন, মোল্লা, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ আল-হারওয়ী আল-কারী (০০০–১০১৪ হি. = ০০০–১৬০৬ খ্রি.), ***মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ***, দারুল ফিকর, দামিস্ক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

॥ই ॥

৩. ইবনে আসাকির : তকীউদ্দীন, আবুল কাসিম, আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির আদ-দামিশকী (৪৯৯–৫৭১ হি. = ১১০৫–১১৮৬ খ্রি.), ***তারীখু মদীনাতি দামিশক ওয়া যিক্‌রু ফযলিহা ওয়া তাসমিয়াতি মিন হল্লিহা মিনাল আমাসিল আওয়িজতাযু বনূহায়হা মিন ওয়ারিদিয়হা ওয়া আহলিহা***, দারুল ফিকর, দামিস্ক, সিরিয়া (১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

৪. ইবনুল আসীর : ইয্‌যুদ্দীন, আবুল হাসান, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনুল আসীর আল-জাযারী আশ-শায়বানী (৫৫৫–৬৩০ হি. = ১১৬০–১২৩৩ খ্রি.), ***আল-লুবাব ফী তাহযীবিল আনসাব***, দারু সাদিও, বয়রুত, লেবনান

৫. ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী : আবুল ফালাহ, আবদুল হাই ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনিল ইমাদ আল-আকরী আল-হাম্বলী (১০৩২–১০৮৯ হি. = ১৬২৩–১৬৭৯ খ্রি.), ***শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব***, মতবাউ দারি ইবনি কসীর, দামিশক, সিরিয়া ও বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৬. ইবনে কসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি. = ১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.), ***আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৭. ইবনে কসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি. = ১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.), ***জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান***

৮. ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া : মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে সা'দ আল-জওযিয়া (৬৯১–৭৫১ হি. = ১২৯২–১৩৫০ খ্রি.), ***ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন আন-রব্বিল আলামীন***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

৯. ইবনে খল্লিকান : আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবু বকর ইবনে খল্লিকান আল-বারমাকী আল-ইরবিলী (৬০৮–৬৮১ হি. = ১২১১–১২৮২ খ্রি.), ***ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান***, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯০ হি. = ১৯৭১ খ্রি.)

১০. ইবনুল জওযী : আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জওযী (৫০৮–৫৭৯ হি. = ১১১৬–১২০১ খ্রি.), ***আল-মুনতাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

১১. ইবনে মাকূলা : সা'দুল মালিক, আবু নসর, আলী ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে মাকূলা (৪২১–৪৭৫ হি. = ১০৩০–১০৮২ খ্রি.), ***আল-ইকমাল ফী রফয়িল ইরতিয়াব আনিল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ ফিল আসমা ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

১২. ইবনে হাজর আল-আসকলানী: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.), ***হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী***, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)

১৩. ইয়াকুত আল-হামাওয়ী : আবু আবদুল্লাহ, শিহাবুদ্দীন, ইয়াকূত ইবনে আবদুল্লাহ আর-রূমী আল-হামাওয়ী (৫৭৪–৬২৬ হি. = ১১৭৮–১২২৯ খ্রি.), ***মু'জামুল বুলদান***, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

১৪. আল-ইয়াফিয়ী : আফীফুদ্দীন, আবুল্লাহ ইবনে আস'আদ ইবনে আলী আল-য়াফী (৬৯৮–৭৬৮ হি. = ১২৯৮–১৩৬৭ খ্রি.), ***মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল য়াকযান ফী মা'রিফাতি মা য়ু'তাবারু মিন হাওয়াদিসিয যামান***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

॥ক॥

১৫. আল-কাশ্মীরী : মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ ইবনে মুআয্যম শাহ আল-কাশ্মীরী (১২৯২–১৮৭৫ হি. = ১৩৫৩–১৯৩৪ খ্রি.), ***ফয়যুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

১৬. আল-কিরমানী : শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী ইবনে সায়ীদ আল-কিরমানী (৭১৭–৭৮৬ হি. = ১৩১৭–১৩৮৪ খ্রি), ***আল-কাওয়াকিবুদ দারারী শরহুল বুখারী***, দারু ইশাআতিত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)

॥খ॥

১৭. আল-খতীবুল বগদাদী : আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২–৪৬৩ হি. = ১০০২–১০৭২ খ্রি.), ***তারীখু মদীনাতিস সালাম ওয়া আখবারু মুহাদ্দিসীহা ওয়া যিকরু কুত্তানিহাল উলামা মিন গায়রি আহলিহা ওয়া আরদীহা = তারীখু বগদাদ***, দারুল গারব আল-ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

॥ন॥

১৮. আন-নাওয়াওয়ী : আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুর্‌রী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিযাম ইবনুল হিযামী আল-হাওরানী আশ-শাফিয়ী (৬৩১–৬৭৬ হি. = ১২৩৪–১২৭৮ খ্রি.), ***তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

॥ফ॥

১৯. ড. ফুআদ সিযগীন : প্রফেসর ড. ফুআদ সিযগীন (১৩৪২–০০০ হি. = ১৯২৪–০০০ খ্রি.), *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

॥ম॥

২০. মুহাম্মদ 'আবদুল 'আযীয আল-খাওলী: মুহাম্মদ 'আবদুল 'আযীয ইবনে 'আলী আশ-শাযিলী আল-খাওলী (১৩১০–১৩৪৯ হি. = ১৮৯২–১৯৩১ খ্রি.), *মিফতাহুস সুন্নাহ = তারীখু ফুনূনিল হাদীস*

২১. আল-মিয্যী : আবুল হাজ্জাজ, জামালুদ্দীন, ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনুয যকী আবু মুহাম্মদ আল-কাযাযী আল-কলবী আল-মিয্যী (৬৫৪–৭৪২ হি. = ১২৫৬–১৩৪১ খ্রি.), *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০০ হি. = ১৯৮০ খ্রি.)

॥য॥

২২. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দামিশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.), *তাযকিরাতুল হুফ্ফায = তাবকাতুল হুফ্ফায*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

২৩. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-

তুরকমানী আদ-দামিশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.), ***সিয়ারু আলামিন নুবালা***, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

॥স॥

২৪. সিদ্দীক হাসান খান : আবুল তাইয়িব, খান বাহাদুর, নবাব, মুহাম্মদ সিদ্দীক ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে লুতফুল্লাহ আল-হুসায়নী আল-বুখারী আল-কিন্নুজী (১২৪৮–১৩০৭ হি. = ১৮৩২–১৮৯০ খ্রি.), ***আল-হিত্তা ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪০৫ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

২৫. আস-সানআনী : আমীর, আবু ইবরাহীম, ইয্‌যুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে সালাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-হাসানী আল-কাহলানী আস-সানআনী (১২৬–২১১ হি. = ৭৪৪–৮২৭ খ্রি.), ***সুবুলুল সালাম***, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর

২৬. আস-সামআনী : আবু সা'দ, আবদুল করীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মানসূর আস-সামআনী আল-মারূযী (৫০৬–৫৬২ হি. = ১১১৩–১১৬৭ খ্রি.), ***আল-আনসাব***, দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ওসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮২ হি. = ১৯৬২ খ্রি.)

২৭. আস-সুবকী : তাজুদ্দীন, আবদুল ওয়াহহাব ইবনে তকীউদ্দীন আস-সুবকী (৭২৭–৭৭১ হি. = ১৩২৭–১৩৭০ খ্রি.), ***তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা***, দারু হিজরা, কায়রো, মিসর (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)